বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়:
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

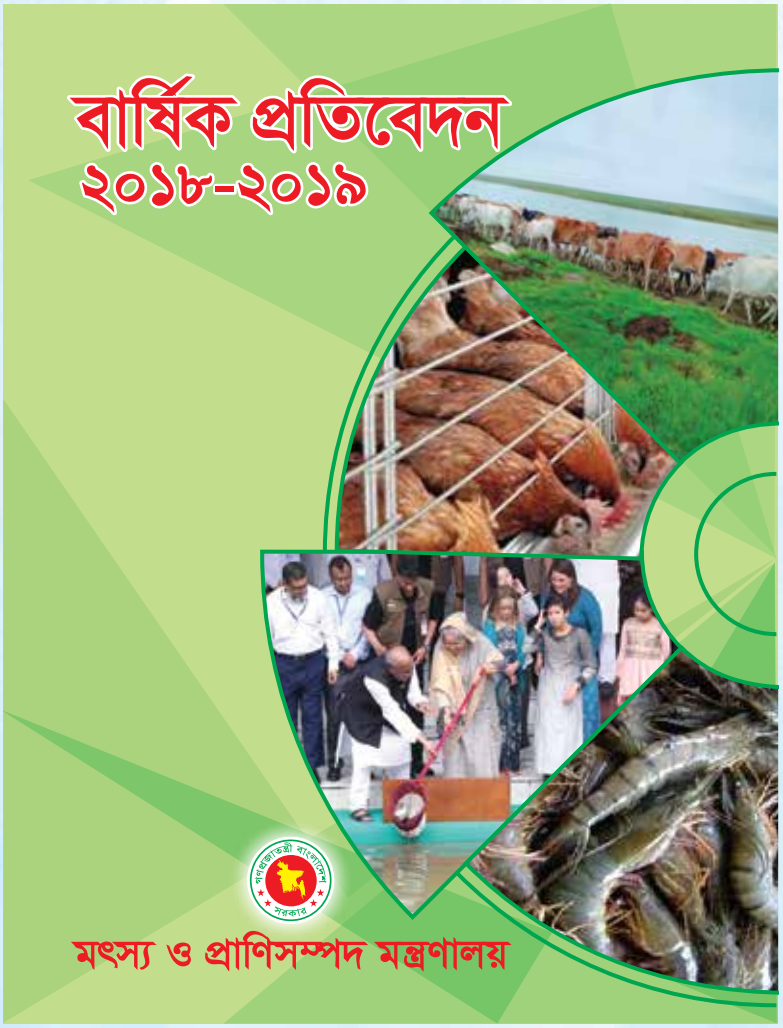

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
অক্টোবর, ২০১৯

মুদ্রণে
এম. এম. এন্টারপ্রাইজ
২৯১, ফকিরাপুল, আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ভাবনা
উপ-পরিচালক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রচ্ছদ ডিজাইন
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ।
www.flid.gov.bd

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things.".....

Bangabandhu, father of the nation.

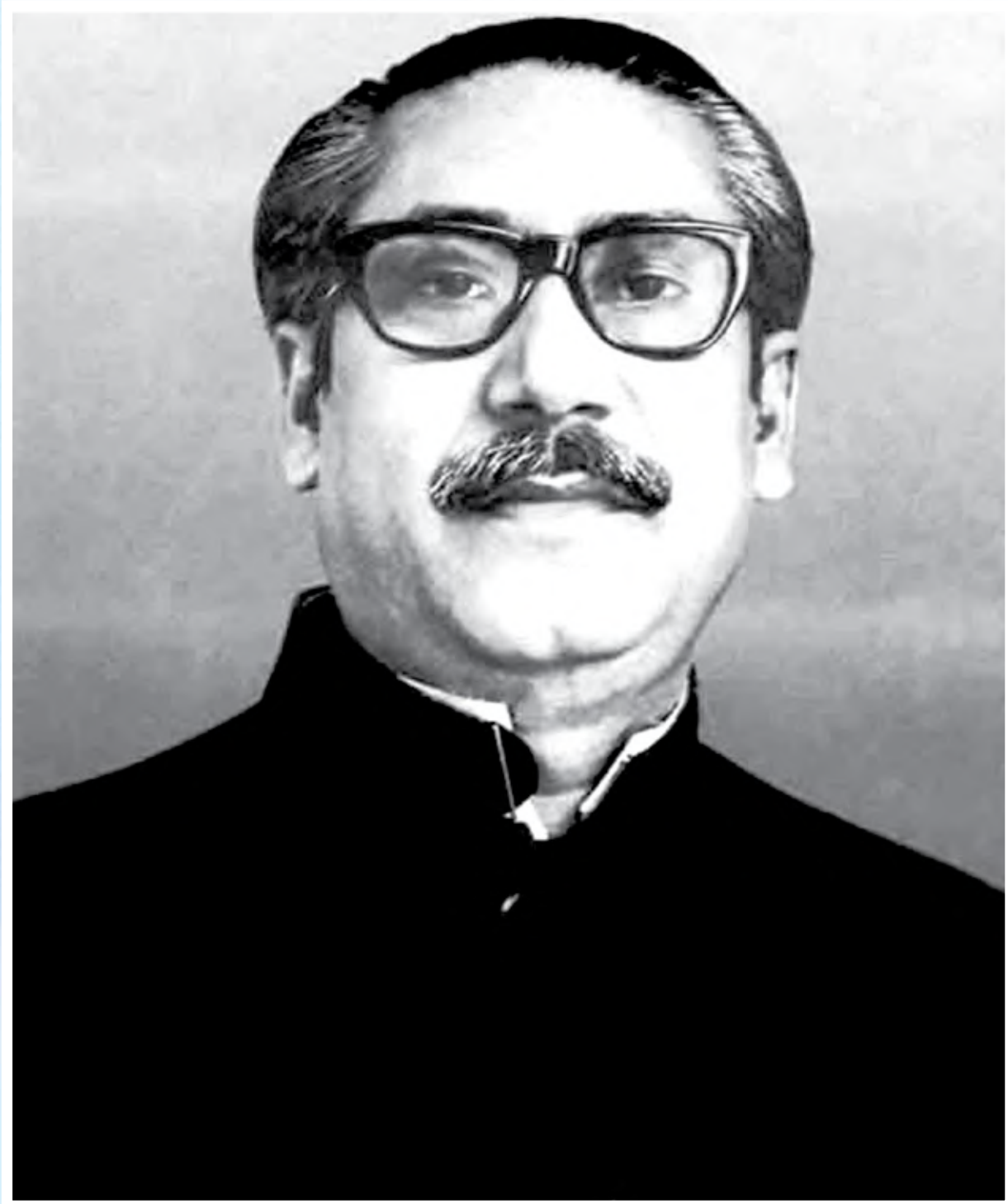

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জিত হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠির শারিরীক ও মানসিক বিকাশ সাধনে মানসম্মত প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৯০ ভাগই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অবদান।

বর্তমানে মৎস্য উপ-খাতের অবদান দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭% এবং কৃষিজ জিডিপি'র প্রায় ২৫.৩০%। মোট জনগোষ্ঠির প্রায় ১১ শতাংশের অধিক জনগণ মৎস্য উপ-খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন মাথাপিছু ৬০ গ্রাম মাছের চাহিদার বিপরীতে মাছ গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.৬৮ গ্রাম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মোট মাছের উৎপাদন হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন। ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এছাড়া, ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যে বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জলমহালে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির ছোট বড় বিভিন্ন দেশী মাছের তাৎপর্যপূর্ণ পূনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস্য মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ ইপ্সিত সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৭ ভাগ এবং প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৪৭ ভাগ ও আকার ৪৩২১২ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ৩৫৮৭ কোটি টাকা বেশি। তাছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৪৮৩.৭৭ কোটি টাকা। রোগ নিয়ন্ত্রণ, এসএমএস ভিত্তিক রোগ সনাক্তকরণ, গ্রুভেন বুল তৈরি, কৃত্রিম প্রজনন ও ক্রসব্রিডিং, মহিষে কৃত্রিম প্রজনন, পোল্ট্রিতে জাত উদ্ভাবনের ফলে ডিম, দুধ ও মাংসের ক্রমর্ধমান চাহিদা সাফল্যের সাথে পূরণ করা হচ্ছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বাঙ্গালীর এ প্রবাদ বাস্তবায়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে গরুর জাত উন্নয়নের জন্য প্রথম কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা করেন। সে পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠনসমূহ ৫% সরল সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রবাহ সৃষ্টির জন্য পুন:অর্থায়নযোগ্য তহবিল গঠন করেছে। এসব কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে উল্লেযোগ্য অবদান রাখছে।

'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯' পুস্তকটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে বলে অমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত একটি দ্রুত আয় বর্ধনশীল খাত হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতেও এ খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং সময়োপযোগী নির্দেশনায় গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের কারণে দেশ আজ মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের অবদান প্রায় ৫.০৮ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতও গবেষণার মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই প্রযুক্তি খামারীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে মাছ, মাংস ডিম ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগণ এর সুফল পেতে শুর করেছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু এ সেক্টরের উন্নয়নে বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সহযোগিতার বিষয়টিও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল অগ্রগতি, অর্জন, সাফল্য ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার ইউনিট হিসেবে প্রতিবেদন আকারে প্রতিবছর প্রকাশ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রতিবেদন গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উদ্যোক্তা ও খামারীদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-২০
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	২১-৪২
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪৩-৬০
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬১-৭৪
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৭৫-৮৬
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৭-৯৬
০৭.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	৯৭-১০২
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১০৩-১১০
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১১১-১১৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
(www.mofl.gov.bd)

ভূমিকা :

বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য।

রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision) :

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

- মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

০১. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

০২ মৎস্য, গাবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন;

০৩. মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;

০৪. মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যাবলী আধুনিকীকরণ;

০৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;

০৬. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ জরিপ এবং চিড়িয়াখানা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

০৭. মন্ত্রণালয়ের মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

০৮. মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন, আধুনিকীকরণ এবং এ সংক্রান্ত সকল কার্য সম্পাদন;

০৯. সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

১০. মৎস্য, দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা;

১১. মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার, আহরণ ও মৎস্য বর্জ্যের ব্যবহার;

১২. মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও হিমায়িতকরণ সুবিধার উন্নয়ন;

১৩. সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারের লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন ও তদারকি;

১৪. প্রাণিসম্পদের মান উন্নয়ন;

১৫. ভেটেরিনারি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রমিত মানদন্ড নির্ধারণ এবং ভেটেরিনারি ডাক্তারদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

১৬. মৎস্য ও কৃত্রিম মুক্তা চাষ উন্নয়ন;

১৭. শিক্ষণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;

১৮. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

১৯. নারী উন্নয়ন ও নারীদের আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি ।

সাংগঠনিক কাঠামো :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ০৪ টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত । অনুবিভাগগুলো হলো (১) প্রশাসন (২) মৎস্য (৩) প্রাণিসম্পদ (৪) সমন্বয় ও আইসিটি । সম্প্রতি ব্লু-ইকোনমি ও পরিকল্পনা নামে আরও ০২টি অনুবিভাগ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । অনুবিভাগগুলোর অধীনে মোট ২৫টি শাখা/অধিশাখা রয়েছে । অত্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত মোট জনবল ১৫২ জন । জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে ০৬(ছয়) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ১৫(পনের) টি সহায়ক পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে ।

আইন ও বিধি প্রণয়ন :

সামরিক শাসন আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বিলুপ্ত হওয়ায় সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ হালনাগাদকরতঃ নতুন করে বাংলায় আইন প্রণয়নের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ০৫টি অধ্যাদেশ বাংলায় অনুবাদক্রমে যুগোপযোগী করে আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে । তন্মধ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯ ও 'বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯' এবং মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য 'মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৯' জাতীয় সংসদে পাশ হয়ে আইন হিসাবে কার্যকর হয়েছে । বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ ও প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়েছে । সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৯ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯ মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে । বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে । বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে । আশা করা যায় এ ০৬টি আইন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মধ্যে আইন হিসাবে মহান জাতীয় সংসদে পাস হবে । যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে । জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি; নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৯;

সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও বাঁওড়ে মৎস্যবীজ ও মাছ উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৯; জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন। মৎস্যচাষ নীতিমালা, ২০১৯ এবং জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাণি প্রজনন আইন, ২০১৯, পশুজবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৯ এবং পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সকল আইন, নীতিমালাগুলো বর্তমান পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ সকল আইন ও নীতিমালা প্রণীত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) :

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভীষ্টলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৫ টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৬৩ টি কার্যক্রম এবং ০৪টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ২২টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৬.৭২ নম্বর অর্জন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চূড়ান্ত মূল্যায়নে এ মন্ত্রণালয় ৯২.১০ নম্বর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিতভাবে কর্মসম্পাদনসহ অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) :

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০" এজেন্ডা গৃহীত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানই এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকাশিত এসডিজি Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১১টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ২৯টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত একজন যুগ্ম-সচিবকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৪ নং অভীষ্টের সাথে এ মন্ত্রণালয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এ অভীষ্টের ৬টি লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় Lead হিসেবে কাজ করছে। টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ ও মজুদ নির্ণয়ের জন্য "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আরভি মীন সন্ধানী" ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৮টিসহ এ পর্যন্ত মোট ২৪টি ক্রুজ পরিচালনা করেছে। পরিচালিত ২৪ টি ক্রুজের মাধ্যমে ৩৬৪ প্রজাতির মাছ, ৩৩ প্রজাতির চিংড়ি, ২১ প্রজাতির কাঁকড়া ও ১২ প্রজাতির সেফালোপোড ও স্কুইলাসহ মোট ৪৩০টি ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সচিব জনাব সাজ্জাদুল হাসান এসডিজি বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তা তথা উৎপাদন বৃদ্ধি, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ, কর্মসংস্থানসহ দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এ মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট থাকায় দেশে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ৪৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন (প্রাক্কলিত) মাছ, ৭৫.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাংস, ১৭১০.৯৭ কোটি ডিম ও ৯৯.২১ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হয়েছে। মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য, চিড়িং এবং প্রাণিসম্পদ উপজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানির জন্য ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, ২টি ভেটেরিনারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

তাছাড়া ৫টি ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামস্থ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ৮০-৯০ জন ক্যাডেট তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসংগ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৯০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে নেটওয়ার্কিং এর আওতায় এনে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ডাটাবেজ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএলসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ই-প্রকিউরমেন্ট :

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ।

ই-ফাইলিং :

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং কাগজবিহীন দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সকল দপ্তর সংস্থায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

ওয়েব পোর্টাল :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরকে জাতীয় ওয়েবপোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, অফিস আদেশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা, বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি স্ব স্ব ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল https://mofl.gov.bd/

ফেসবুক পেইজ :

জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যকর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। https://www.facebook.com/moflbd/ এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে যুক্ত হওয়া যাবে।

ভিডিও কনফারেন্সিং :

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিং করা হচ্ছে।

অনলাইন জিআরএস :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সেবার মান উন্নয়নে সেবা গ্রহীতার মতামত/পরামর্শ ও যেকোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন জিআরএস সেবা চালু করেছে। যে কেউ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট-এ প্রবেশ করে এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হবে প্রথম ও শতভাগ কাগজবিহীন অফিস। ফলে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার মিলনায়তনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ পর্যালোচনা ও শোকেসিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় উপস্থিত থেকে ইনোভেটরদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেন।

নভোথিয়েটার অডিটরিয়ামে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মশালা

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের কর্মশালা :

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কে নিয়ে গত ০৭ ও ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ০২ দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার উক্ত কর্মশালা পরিচালনা করেন।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ :

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২৫ জন কর্মকর্তা নিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহে গত ০৪-০৮ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ০৫ দিন ব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী দিনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: রইছউল আলম মন্ডল উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অতিথিবৃন্দ

মেন্টরিং সংক্রান্ত ০২ দিনের কর্মশালা :

উদ্ভাবক কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের পথকে সুপ্রশস্ত করার নিমিত্ত একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিক পরামর্শ, নিবিড় তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, পাশে থেকে সমস্যা মোকাবেলা করা এবং মানসিক শক্তি যোগানোর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানই মেন্টরিং। উদ্ভাবন বাস্তবায়নের জন্য মেন্টরিংয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মেন্টরিং সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ৩৮ জন মেন্টর নিয়ে ২ দিন ব্যাপী এ সংক্রান্ত কর্মশালা গত ২২ ও ২৩ জুন ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়।

ইনোভেশন শোকেসিং :

মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং সম্পন্ন হবার পর মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে সুবিন্যস্তভাবে (ছবি, ভিডিও, রেপ্লিকা, ফেস্টুন, পোষ্টার ইত্যাদি) উপস্থাপন করাই হচ্ছে ইনোভেশন শোকেসিং। এর মাধ্যমে সবচেয়ে উপযোগী আইডিয়াকে শনাক্তকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪ মে ২০১৯ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩য় বারের মতো ইনোভেশন শোকেসিং-এর আয়োজন করে। উক্ত শোকেসিং-এ এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণ করে।

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি এবং সচিব জনাব মো: রইছউল আলম মন্ডল যথাক্রমে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত শোকেসিং-এর মাধ্যমে ০৮টি রেপ্লিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন শোকেসিং কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব মহোদয় ও অন্যান্য উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ

উদ্ভাবনী প্রকল্প পরিদর্শন :

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ নিয়মিত উদ্ভাবনী প্রকল্প পরিদর্শন করে থাকেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ১৪ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়।

উদ্ভাবন সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের মধ্যে উদ্ভাবনী জ্ঞান আদান-প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন সংক্রান্ত নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১টি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় যাতে কর্মকর্তাগণ বিশেষভাবে উপকৃত হন।

উদ্ভাবকদের প্রণোদনা প্রদান :

উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ভাল উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক সনদপত্র প্রদান এবং উদ্ভাবক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১১ জন উদ্ভাবককে প্রশংসাসূচক সনদ দেয়া হয় এবং ১৮ জন উদ্ভাবক/উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উদ্ভাবনী পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা :

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবকের নাম, পদবী মোবাইল ও ইমেইল	পাইলটিং এলাকা	দপ্তর/সংস্থা
১।	ঝুড়ির পরিবর্তে কার্টুনে মাছ প্যাকিং ও পরিবহণ।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম মোবাইলঃ ০১৭২০-৫২৫৫৩২	কক্সবাজার সদর	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
২।	কর্পোরেশনের বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে সফটওয়্যার	জনাব মোঃ রওশনুল হক মোবাইলঃ ০১৭২৩-২১৫৯৩৮	ঢাকা সদর	
৩।	আড়ৎদার ও পাইকারদের সাথে যোগাযোগের জন্য সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার।	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম মোবাইলঃ ০১৭৮৬-৮৭০৩৪০	খুলনা সদর	
৪।	বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন	জনাব মোঃ আহসানুল কবীর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ০১৬১৭৮৫৩০৫৬	ঢাকা রাজশাহী সিরাজগঞ্জ	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
৫।	প্রযুক্তি নির্ভর নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে মৎস্যচাষ সেবা সহজিকরণ	ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেনী	ফেনী	মৎস্য অধিদপ্তর
৬।	মৎস্যবার্তা মোবাইল অ্যাপস (রেপ্লিকেশনের অপেক্ষায় রয়েছে)	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	
৭।	এক্সেল সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সেবা প্রদান	ড. মোঃ মনিরুজ্জামান, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফেনী	ফেনী	
৮।	পিএইচ স্টোন ব্যবহার সম্প্রসারণ	জনাব মোঃ হাদিউজ্জামান, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	তালা, সাতক্ষীরা	
৯।	সিঙ্গেল ড্রপ টাইট্রেশন পদ্ধতির মাধ্যমে পানির পিএইচ পরিমাপকরণ (রেপ্লিকেশনের অপেক্ষায় রয়েছে)	জনাব মোঃ হাদিউজ্জামান, সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	তালা, সাতক্ষীরা	
১০।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাছের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার	জনাব মোঃ বদিউল আলম সুফল উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৪৪২৩৩৮৩৩ shufoldof@gmail.com	হোমনা, কুমিল্লা	
১১।	কৃষকের আঙ্গিনায় মৎস্য সেবা	জনাব মোঃ তৌহিদ হাসান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৭৫১১০০০২ tawhidshawon@gmail.com	মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	

১২।	Dr. Fish (মাছের ডাক্তার)	জনাব মোঃ লতিফুর রহমান উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৬৫১১১৪৪৪ suzan.dof@gmail.com	কালিগঞ্জ, গাজীপুর	
১৩।	মৎস্যচাষিদের মাছচাষের উপকরণ প্রাপ্তির উৎস্য অবহিতকরণ ও সহজিকরণ	জনাব বরুণ কুমার মন্ডল সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৯১৩৮৮২১৮৮ chapainawabgonj@gmail.com	শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ	
১৪।	মৎস্য পরামর্শ সেবা সহজিকরণ	জনাব আরাফাত উদ্দিন আহম্মেদ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৮১৫৩২০৯৯৬ arafatufo@yahoo.com	সদর, নোয়াখালী	
১৫।	বাংলাদেশে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণে স্বল্পব্যয়ী অটোমেটিক ফিশ ফিডার তৈরি	ড. মুহাম্মদ তানভীর হোসাইন চৌধুরী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭১২৯০২৭১৯ tanvir_h1998@yahoo.com	মৎস্য ভবন, ঢাকা	
১৬।	ক্লাষ্টার ফার্মিং সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্যসেবা সহজিকরণ	জনাব সরোজ কুমার মিস্ত্রী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭১৪৪৪৪২৬২ sufodumuria@gmail.com	ডুমুরিয়া, খুলনা	
১৭।	Wish Pond (ইচ্ছাপুকুর)	জনাব রাজ কুমার বিশ্বাস সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ০১৭৪০৫৭৮১০২ rajkumarbishwasdof@gmail.com	মোল্লারহাট, বাগেরহাট	
১৮।	ডিজিটাল উপায়ে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান	জনাব মোঃ শামসুউদ্দিন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	
১৯।	কাপ্তাই লেক ইন বিএফআরআই নামক মোবাইল অ্যাপস	মোঃ আবুল বাশার ০১৭১৯৮১৮১৮৭ mabashar.bfri@gmail.com	সদর, কাপ্তাই, লংগদু, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
২০।	ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস: প্রাণিসম্পদ সেবা সহজীকরণ	ড. সৈয়দ আলী আহসান সহকারি পরিচালক (এল/আর) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। মোবাইল নং ০১৭১৫-১৫৬৯১১	গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী এবং গাজীপুর সদর উপজেলা	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

২১।	পিপিআর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে শতভাগ টিকা প্রদান	ডা. মো. হাফিজুর রহমান জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ঝিনাইদহ। মোবাইল নং ০১৭১৯-২৭২১০১	যশোর জেলার ঝিকরগাছা এবং ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলা	
২২।	গ্রুপভিত্তিক ঘাস চাষের মাধ্যমে প্রাণিপুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণ	ডা. কানাই লাল স্বর্ণকার জেলা প্রাণিসম্পদকর্মকর্তা, মাগুরা। মোবাইল নং ০১৭১২-১৬৭০৬১	মাগুরা সদর	
২৩।	স্বাস্থ্যসম্মত ও অধিক লাভজনক মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন	ডা: মোহাম্মদ রেয়াজুল হক জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	
২৪।	প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় গাভী ও বকনার কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান	ডা. মোঃ আবু সাঈদ সরকার উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা গৌরিপুর, ময়মনসিংহ মোবাইল নং ০১৭১১-৭০৭৭১০	ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর উপজেলা	
২৫।	জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পশু পালনকারীদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (তড়কা)	ডাঃ মোসাঃ শামীম নাহার অতিরিক্ত জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	নওগাঁ সদর	
২৬।	সেলফ জ্যু গাইড	ডা. মোঃ জসিম উদ্দিন ডেপুটি কিউরেটর	রংপুর চিড়িয়াখানা ও বিনোদন উদ্যান	
২৭।	মোটাতাজাকরণে গবাদিপশুর হেলথ কার্ড চালু	ডাঃ মোঃ শহিদুল্লাহ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সরিষাবাড়ী, জামালপুর	
২৮।	প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং তথ্যসেবা	ডা. মোঃ মোখলেছুর রহমান ভিএস, জেলা প্রাণি হাসপাতাল, গাজীপুর, মোবাইল নং ০১৭১১১৮৯৮৯৫	গাজীপুর সদর উপজেলা	
২৯।	প্রাণি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দোর গোড়ায় ডি-ওয়ার্মিং ও টিকাদান কার্যক্রম	মোঃ ফরহাদ হোসেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ	
৩০।	তৃনমূল পর্যায়ে টিকা প্রদানকর্মীর মাধ্যমে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান সেবা সহজীকরণ	ডা. নুরুল্লাহ মো. আহসান জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রাজবাড়ী মোবাইল নং ০১৭১২-৭৫১৮১৬	রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী	

৩১।	গ্রামভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবায় প্রণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প	ডা. মোঃ আব্দুল মজিদ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তানোর, রাজশাহী মোবাইল নং ০১৭১২-০২১৭২০	রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলা	
৩২।	জনগণের দোরগোড়ায় প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা পৌছানো	ডা. এ.বি.এম সাইফুজ্জামান জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মৌলভীবাজার মোবাইল নং ০১৮১৯-৮২৮৬৬২	মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলা	
৩৩।	হাঁস-মুরগীর টিকা বীজ বিতরণ সহজীকরণ	ডা. সৈয়দ আলতাফ হোসেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আমতলী, বরগুনা মোবাইল নং ০১৭৫৯-৪৪৮৩৪৭	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা	
৩৪।	ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সহজিকরণ প্রকল্প	ডা. পলাশ সরকার ভেটেরিনারি সার্জন বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল নং ০১৭২১-০১০৭৯১	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা	

মৎস্য সম্পদের মজুদ বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম :

অর্জিত সমুদ্র সীমায় গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আরভি মীন সন্ধানী" এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত ২৪টি সার্ভে ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে। গভীর সমুদ্রে Acoustic Survey এর জন্য FAO এর মাধ্যমে নরওয়ে সরকারকে অনুরোধ করা হয়। নরওয়ে সরকার ইতিবাচক সাড়া দেয়ায় গত ২৮-০৩-২০১৮ তারিখ ERD এবং FAO এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

বঙ্গোপসাগরে FAO কর্তৃক পরিচালিত মৎস্য সম্পদ মজুদের এ্যাকুয়াস্টিক সার্ভে প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব এবং উদ্ধর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ

চুক্তি অনুযায়ী FAO এর সহায়তায় বিশ্বখ্যাত গবেষণা জাহাজ Dr. Fridtjof Nansen গত ০৩-১৭ আগষ্ট, ২০১৮ বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে মৎস্য সম্পদের উপর এ্যাকুয়াস্টিক সার্ভে পরিচালনা করে। এ গবেষণায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৮ জন্য বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্য পদ :

গভীর সমুদ্রে বিচরণকারী উচ্চ অভিগমণপ্রবণ (Highly Migratory) টুনা জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্য এবং অন্যান্য Regional Fisheries Management Organization এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ০২-০৪ এপ্রিল, ২০১৯ "IOTC Compliance and Management Measures" বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প :

ক. ২০০ মিটার গভীরতার বাইরে এবং আন্তর্জাতিক জলাশয়ে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য সমজাতীয় বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের জন্য "গভীর সমুদ্রে টুনা আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ. বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় প্রায় ১৮৬৩ কোটি টাকার "Sustainble Coastal and Marine Fisheries Project" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি IUU ফিশিং বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী MCS পদ্ধতি ব্যবহারসহ আধুনিক পদ্ধতিতে সামুদ্রিক জেলেদের মৎস্য আহরণ এবং তাদের মান উন্নয়নে কাজ করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হবে।

গ. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ঘ. সমুদ্রের জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য USAID এর সহযোগিতায় সমুদ্রের ৩১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে 'নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Marine reserves) এলাকা' ঘোষণা সংক্রান্ত এস.আর.ও গত ২৪ জুন, ২০১৯ তারিখে জারী করা হয়েছে।

লং লাইনার ও পার্স সেইনারের অনুমতিপত্র :

গভীর সমুদ্রে টুনা এবং টুনা জাতীয় মাছ আহরণের জন্য ০৪টি লং লাইনার ফিশিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে কোন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ না করায় এবং অনুমতিপত্রের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় ০৩টি লং লাইনারের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। ০১ (এক) টি প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত স্পেসিফিকেশন অনুমোদন করা হয়েছে এবং ট্রলার আমদানীর সময়সীমা সর্বশেষ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও ০৯ (নয়) টি লং লাইনার ও ০৭ (সাত) টি পার্স সেইনার এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান "নৌকল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ" এর অনুকূলে একটি লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের স্পেসিফিকেশন অনুমোদন করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৪ (চার) টি পার্স সেইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের স্পেসিফিকেশনও অনুমোদন করা হয়েছে। ১০টি লং লাইনার এবং ০৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১২-০৩-২০১৯ তারিখ সচিব মহোদয় এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন :

গত ১৪-১৫ জুলাই চট্টগ্রামে Safety of Life at Sea (SOLAS) বিষয়ে ০২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। Mariculture Survey এবং সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ৯৫ জন এবং দেশের ১১১৮ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিশ প্রসেসিং বিষয়ে ৮৭ জন দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Programme (BOBLME) Phase-2 এর উপর জাতীয় পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে ঢাকার সোনারগাঁও হোটেলে "Bangladesh Blue Economy Dialog on Marine Fisheries and Mariculture" এর উপর FAO এর সহায়তায় আন্তর্জাতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্লু-ইকোনর্মি শীর্ষক আর্ন্তজাতিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

নাগরিক সংলাপ :

গত ২৫/০৩/২০১৮ ইং তারিখ "Sustainable Marine Fisheries Management in Bangladesh: Perspective Blue Economy" শীর্ষক নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়। এ সংলাপে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় মন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, পিকেএসএফএর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ, FAO এর প্রতিনিধি, বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকমন্ডলী, এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। নাগরিক সংলাপে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মূল্যবান মতামত পাওয়া গেছে। সেগুলোর ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়াও ২৪/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্থায়ী কমিটিকে এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় অবহিত করা হয়। স্থায়ী কমিটির দিক নির্দেশনা এবং সুপারিশ/সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ :

(লক্ষ টাকায়)

দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	মূল বাজেট	সংশোধিত বাজেট
	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯
সচিবালয়		
মোট পরিচালন	২২৬৬.৩৫	২১৮২.৩৫
মোট উন্নয়ন	৯১১৫.০০	১০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**১১৩৮১.৩৫**	**২১৯২.৩৫**
আন্তর্জাতিক সংস্থার চাঁদা		
মোট পরিচালন	**৭৩.০০**	**৭৩.০০**
মৎস্য অধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	২৭০৬৩.০০	২৮৫০৩.৪০
মোট উন্নয়ন	৩৪১২৮.০০	৩৫৮৮৫.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬১১৯১.০০**	**৬৪৩৮৮.৪০**
প্রাণিসম্পদঅধিদপ্তর		
মোট পরিচালন	৬১৬৩৭.৬৫	৬২৩৮৫.২৮
মোট উন্নয়ন	৩২৯৯৮.০০	৩৩২২৫.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৯৪৬৩৫.৬৫**	**৯৫৬১০.২৮**
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী		
মোট পরিচালন	৮০৫.০০	৮০৫.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৮০৫.০০**	**৮০৫.০০**
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদতথ্য দপ্তর		
মোট পরিচালন	২৮৯.৮০	৩১২.৪০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**২৮৯.৮০**	**৩১২.৪০**

স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ		
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩২৩৮.০০	৩২৩৮.০০
মোট উন্নয়ন	৩৪৪৯.০০	২৫৮৭.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬৬৮৭.০০**	**৫৮২৫.০০**
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদগবেষণা ইনষ্টিটিউট		
মোট পরিচালন	৩০৩৪.০০	৩০৫৪.০০
মোট উন্নয়ন	২১৮২.০০	২৮৭৭.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৫২১৬.০০**	**৫৯৩১.০০**
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল		
মোট অনুন্নয়ন	৯৩.০০	৮৪.৮৫
মোট উন্নয়ন	০.০০	২০০.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৯৩.০০**	**২৮৪.৮৫**
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন		
মোট পরিচালন	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	৬৪৯৫.০০	২৮২৬.০০
মোট (পরিচালন ও উন্নয়ন)	**৬৪৯৫.০০**	**২৮২৬.০০**
সর্বমোট পরিচালন	**৯৮৪৯৯.৮০**	**১০০৬৩৮.২৮**
সর্বমোট উন্নয়ন	**৮৮৩৬৭.০০**	**৭৭৬১০.০০**
সর্বমোট (পরিচালন+উন্নয়ন)	**১৮৬৮৬৬.৮০**	**১৭৮২৪৮.২৮**

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ : (কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (পিএ)
মৎস্য অধিদপ্তর	৩৪১.২৮	২৪২.৪২	৯৮.৮৬
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)	৩৪.৪৯	৪৩.৪৯	-
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)	৬৪.৯৫	৬৪.৯৫	-
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩২৯.৯৮	২২৬.২৯	১০৩.৬৯
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)	২১.৮২	২১.৮২	-
প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ	**৭৯২.৫২**	**৫৮৯.৯৭**	**২০২.৫৫**
থোক বরাদ্দ	**৯১.১৫**	**৯১.১৫**	**-**
মোট	**৮৮৩.৬৭**	**৬৮১.১২**	**২০২.৫৫**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত/সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
০১.	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই/২০০৭-জুন/২০১৯)	মৎস্য অধিদপ্তর
০২.	নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টে/ ২০১৪-জুন/২০১৯)	
০৩.	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর স্টক এ্যাসেসমেন্ট অব মেরিন ফিশারিজ রিসোর্সেস ইন বাংলাদেশ (নভে/২০১৬-জুন/২০১৯)	
০৪.	সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ: প্রিপারেসন ফ্যাসিলিটি (১ম সংশোধিত) (মার্চ/২০১৭-ডিসে/২০১৮)	
০৫.	বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৫-জুন/২০১৯)	
০৬.	মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই/ ২০১২-জুন/২০১৯)	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
০৭.	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই/ ২০১২-ডিসে/ ২০১৮)	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
০৮.	ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (আন্তঅঙ্গ সমন্বয়কৃত) (জুলাই/২০১৪-ডিসে/ ২০১৮)	
০৯.	Livestock development-based Dairy Revolution and Meat Production (DRMP) Project Preparation facility (1st Revised) (আগষ্ট/২০১৭-ডিসে/২০১৮)	
১০.	বাংলাদেশ ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০১১-জুন/২০১৯)	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)
১১.	ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১২-জুন/ ২০১৯)	
১২.	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ) (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই/২০১২-জুন/ ২০১৯)	

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী :

গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক আয়োজিত Foreign Office Consultation (FOC), Joint Economic Commission (JEC), Investment Forum, Joint Commission, দ্বিপাক্ষিক সভা ইত্যাদিতে এ মন্ত্রণালয়ের বিষয়াদি যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য ধারণা পত্র, অগ্রগতি প্রতিবেদন, অবস্থানপত্র, আলোচ্যসূচি ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিশাস, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, চীন, সুদান, ইথিওপিয়া, সৌদি আরব, ব্রাজিল, জার্মানি, ভারত, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ ইত্যাদি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, মৎস খাতের উন্নয়নের জন্য কারিগরী সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সুযোগ বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়াবলীতে পত্রালাপ সম্পাদন করা হয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমনঃ European Union (EU), Food and Agriculture Organization (FAO), WorldFish, WINROCK International, Trade & Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA), World Trade Organization (WTO) এর সাথে যোগাযোগ ও পত্রালাপ হয়েছে। European Union ভূক্ত দেশসমূহে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য EU কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী যথাযথ গ্রেড অর্জনকারী ৩টি কোম্পানিকে তালিকাভুক্তির জন্য DG-SANTE, European Commission বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী মৎস্য ও মৎস্যপণ্য শিল্প স্থাপনের জন্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৮-এর আওতায় ৩টি কোম্পানিকে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। China-তে মাছ রপ্তানির জন্য Certification of Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA)-এর Registered Company হিসেবে ১২টি কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মালদ্বীপের সাথে Field of Fisheries and Pelagic Fishing বিষয়ক MoU স্বাক্ষরের জন্য মালদ্বীপ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া MoU এর ওপর মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। সুদানের সাথে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংশোধিত MoU এর ওপর এ মন্ত্রণালয়ের মতামত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিবেশ ও কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংগে মতবিনিময় করছেন

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে মৎস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাণিজ্য সহায়তা বৃদ্ধি এবং এ খাতে অন্যান্য সহযোগিতা (গবেষণা, সংরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি) বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ কোরিয়াতে অনুষ্ঠিতব্য "Seminar on Safety Governance of Agricultural-Livestock and Fishery products for Asian Countries" in 2020 এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। সৌদি আরবে মাছ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বিষয়ে WTO I WAHIS Interface এর মাধ্যমে website link এ বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট health situation হালনাগাদ থাকার তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশে চাষকৃত মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে সৌদি সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৯ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ১০ম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের নিমিত্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সভা, এজেন্ডা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক :

গত ২১-২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্রুনেই সফরকালে বাংলাদেশ ও ব্রুনেই এর মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক ২টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। মৎস্য অধিদপ্তর ও Winrock International এর মধ্যে Safe Aqua Farming for Economic and Trade Improvement (SAFETI) প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যাদি সংক্রান্ত MoU স্বাক্ষরের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও Winrock International এর মধ্যে supporting the major goals of the Government of Bangladesh (GoB) in the field of fisheries sector of Bangladesh সংশ্লিষ্ট MoU স্বাক্ষরের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং The Ohio State University, USA এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯৭৩ জন কর্মকর্তা দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ সভা/ ওয়ার্কশপ/ শিক্ষা সফর/ কর্মশালা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।
- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০০৩ অনুযায়ী সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলক কর্মকালীন প্রশিক্ষণের বিধান রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কর্মকালীন (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ১০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬১.৩৩ ঘন্টা (জনপ্রতি গড়ে) কর্মকালীন (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরী করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

- এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। সারাদেশে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের শুদ্ধাচারী হবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পুরস্কার হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের ০২ জন কর্মকর্তা-কর্মচরিকে এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন একজন সংস্থা প্রধানকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/ সংস্থায়ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কার হিসেবে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে প্রাপ্ত অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা চালু আছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অফলাইনে ১৯টি এবং অনলাইনে ৬টি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত ২৫টি অভিযোগের মধ্যে ১৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
www.fisheries.gov.bd

১. ভূমিকা (Introduction) :

বৃটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম ১৯০৮ সালে মৎস্য অধিদপ্তর যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর ২ বছরের মধ্যে ১৯১০ সালে মৎস্য অধিদপ্তরকে কৃষি অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করা হয়। পরবর্তীতে Mr.T. Southwell-এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯১৭ সাল থেকে মৎস্য অধিদপ্তর স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। ১৯২৩ সালে পুনরায় মৎস্য অধিদপ্তরের স্বাধীন সত্ত্বা বিলুপ্ত করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৪২ সালে Dr. M. Ram Swami Naidu-এর সুপারিশের ভিত্তিতে আবার এটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বৃটিশ ভারতের বিভক্তির পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives) :

- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Key Intervention) :

- মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ইলিশ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
- রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; এবং
- লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) :

১. রাজস্ব খাতে	২. উন্নয়ন প্রকল্পে
◆ ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদ ১৩০১টি	◆ ১ম শ্রেণির পদ ১৩৭টি
◆ ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদ ৩৩৩টি	◆ ২য় শ্রেণির পদ ১৩টি
◆ ২য় শ্রেণির পদ ৬৬৩টি	◆ ৩য় শ্রেণির পদ ৮৪৫টি
◆ ৩য় শ্রেণির পদ ২১০৯টি	◆ ৪র্থ শ্রেণির পদ ১৩৩টি
◆ ৪র্থ শ্রেণির পদ ১৫৩৪টি	

৭. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য ও উন্নয়ন সম্ভাবনা :

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রসারিত করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে । সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও এসডিজি-এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ২০১৩-১৪ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) মৎস্য সেক্টরে অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ইতোমধ্যে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জিত হয়েছে ।

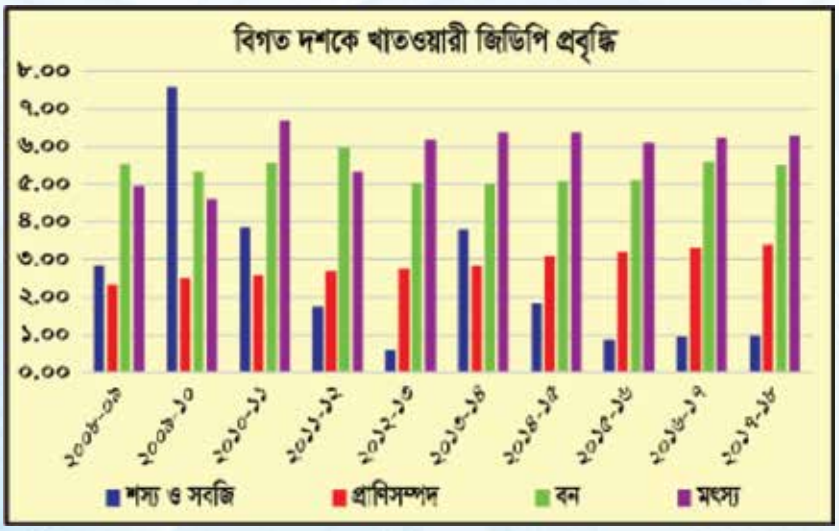

কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমান চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৫৮ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস ২০১৬)। দেশের মোট জিডিপি'র ৩.৫৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৫.৩০ শতাংশ) মৎস্যখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)।

'জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ'-২০১৯-এ গণভবন লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্ত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিগত দশকে মৎস্যখাতে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিও বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ও স্থিতিশীল। দেশের রপ্তানি আয়ের ১.৩৯ শতাংশ আসে মৎস্যখাত হতে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। মৎস্য সেক্টরে বিগত অর্থবছরে খাতওয়ারী অর্জিত সাফল্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:-

ক. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি :

সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক ও লাগসই কারিগরি পরিষেবা প্রদানের ফলে ২০১৭-১৮ সালে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মে.টন; যা ২০০৮-০৯ সালের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে.টন) চেয়ে ৫৮.৩৫ শতাংশ বেশি। আরও উল্লেখ্য, ১৯৮৩-৮৪ সালে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লক্ষ মে.টন।

বিগত ১০ বছরে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)।

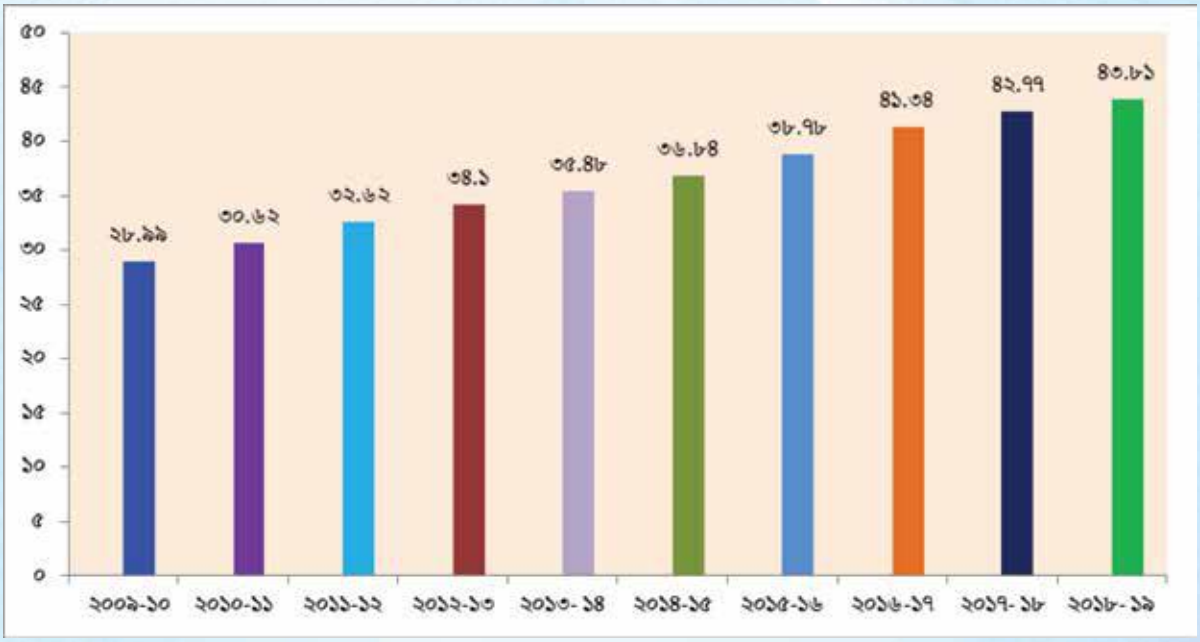

কাজেই ৩৫ বছরের ব্যবধানে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ছয় গুণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান অধিকার করেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২০-২১ সালের মধ্যে দেশে মৎস্য উৎপাদন ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টন অর্জিত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ মৎস্য অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ এ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছে। এসব অর্জন সরকার কর্তৃক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবায়িত যথোপযুক্ত কার্যক্রমেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় যথা-নদী, সুন্দরবন, কাপ্তাই লেক, বিল ও পাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার হেক্টর, বদ্ধ জলাশয়-পুকুর, মৌসুমি চাষকৃত জলাশয়, বাঁওড় ও চিংড়ি ঘের, পেন কালচার ও খাঁচায় মাছ চাষের আওতাধীন জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার হেক্টর, সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮ শত ১৩ বর্গ কিমি এবং সমুদ্র উপকূল ৭১০ কি.মি। বিগত ৩৫ বছরের খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৩-৮৪ সালে উন্মুক্ত জলাশয়ের অবদান ৬২.৫৯ শতাংশ হলেও ২০১৭-১৮ সালে এ খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮.৪৫ শতাংশে।

বিগত ১০ বছরে খাত-ওয়ারী মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন) ।

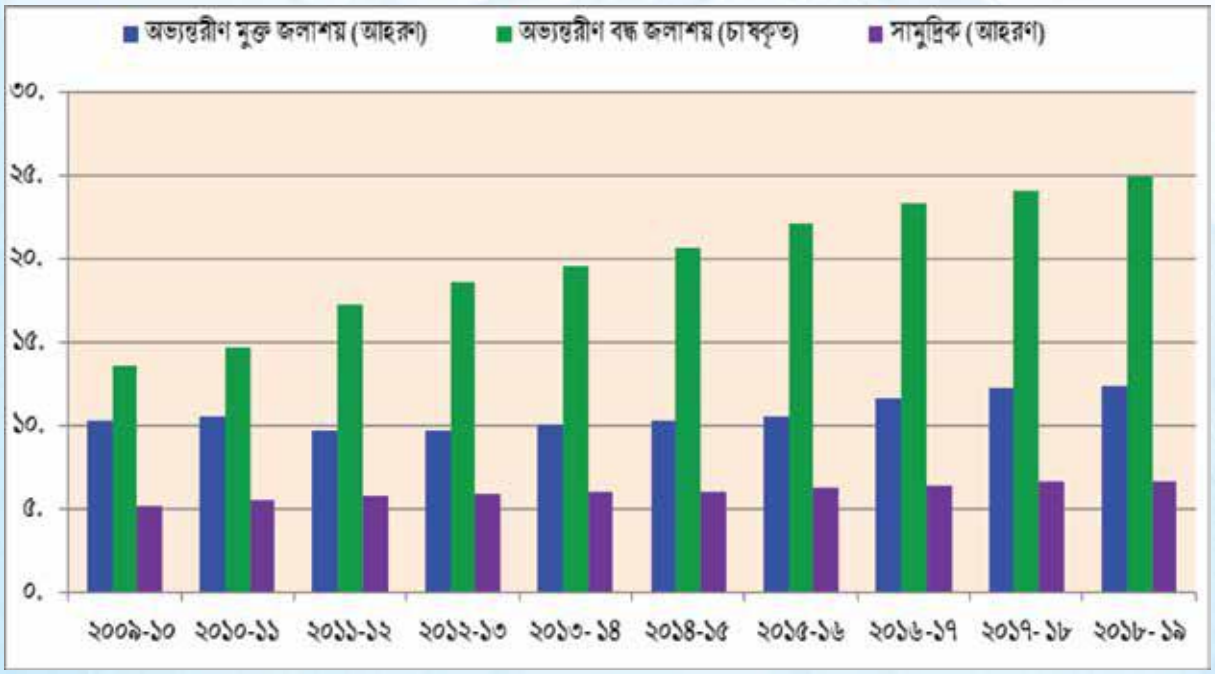

অন্যদিকে বদ্ধ জলাশয়ের অবদান সাড়ে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬.২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশে অভ্যন্তরীণ স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদনে সাফল্যের পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

খ. বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সম্প্রসারণ কর্মীর মাধ্যমে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে চাষি প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর, লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রুই জাতীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, কৈ, শিং, মাগুর ও তেলাপিয়া মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৭-১৮ সালে দেশের ৩.৯২ লক্ষ হেক্টর পুকুর-দীঘিতে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় মৎস্য উৎপাদন ৪.৮৫১ মে.টন। উৎপাদনের এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০-২১ সালের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫.০০ মে.টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। বদ্ধ জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু এমপি 'ব্রুডব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)'-এর মাধ্যমে চীন হতে আমদানিকৃত সর্বোচ্চ জেনেটিক গুণসম্পন্ন প্রায় ৩৯ হাজার সিলভার কার্প, বিগহেড কার্প ও গ্রাস কার্প মাছের পোনা দেশের ৯টি সরকারি হ্যাচারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। এসব পোনা লালন-পালন করে পরবর্তীতে বেসরকারি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হবে। উত্তরাঞ্চলের অপার সম্ভাবনাময় জলজসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সংশিষ্ট এলাকার আপামর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদাপূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশের খরাপ্রবণ ও বরেন্দ্র এলাকার মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকল্পটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫,৪৮৮ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট প্রায় ৬০০টি বাঁওড় রয়েছে। বাঁওড়সমৃদ্ধ যশোর এলাকার মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর যশোর এলাকায় মৎস্যচাষ উন্নয়ন শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁওড়সহ বিভিন্ন জলাশয়ের সংস্কার ও ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। মাছচাষ ও অন্যান্য কার্যক্রম যেমন-মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, নার্সারি স্থাপন, বিপন্নপ্রায় দেশীয় মাছের পোনা মজুদ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য এলাকার জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাছচাষ ছাড়াও উন্নয়নকৃত এসব জলাশয়ের পানি সেচ, গৃহস্থালী ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাবার পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চীন থেকে আমদানিকৃত কার্প জাতীয় মাছের পোনা সরকারি খামারে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ৬৬০০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহে প্রশিক্ষিত সুফলভোগী কর্তৃক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য চাষের ফলে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে; যা পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। এ অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ. পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ :

আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ির খামারে উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধি ও পিএল নার্সিং এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ কার্যক্রম

চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত ও গুণগতমানসম্পন্ন চিংড়ি পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি জীবাণু শনাক্তকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর যৌথ উদ্যোগে পিসিআর প্রটোকল তৈরির পাশাপাশি পিসিআর পরীক্ষিত পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও খুলনায় ৩টি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে আরও একটি পিসিআর ল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। চাষি পর্যায়ে রোগমুক্ত বাগদা চিংড়ির পিএল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হ্যাচারিতে Specific Pathogen Free (এসপিএফ) পিএল উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮ সালে প্রায় ১৫.৮৬ কোটি এসপিএফ পিএল চাষির খামারে সরবরাহ করা হয়েছে। জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা ২০১৪ এর আওতায় পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও লাগসই সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৭-১৮ সালে ২,৫৪,৩৬৭ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়েছে। চিংড়ি খামার থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি একটি টেকসই চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন অব্যাহত রয়েছে।

ঘ.জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন :

বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। আবহমানকাল হতে ইলিশ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজ আমিষের যোগান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সর্বোপরি উপকূলীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ইলিশ স্বাদে ও গন্ধে সেরা।

তাই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রয়েছে ইলিশের ঈর্ষণীয় কদর। সম্প্রতি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ-এর ভৌগোলিক নিবন্ধন প্রদান করেছে। ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ শীর্ষে। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে পরিচিত। সরকার এ সম্পদের উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ নবায়নযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় স্থানীয় প্রশাসন, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনীর সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তর কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

জাতীয় মাছ ইলিশ

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সুরক্ষা কার্যক্রম ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম উদিত চাঁদের পূর্ণিমার দিনসহ আগের ৪ দিন এবং পরের ১৭ দিনসহ মোট ২২ দিন উপকূলীয় এলাকাসহ দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও মজুদ নিষিদ্ধ রয়েছে। 'দি প্রটেকশন এন্ড কনজার্ভেশন অব ফিস রুলস ১৯৮৫' সংশোধন করে বিদ্যমান ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমের সাথে বরিশাল জেলায় ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কারেন্ট জালের ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জাটকাসমৃদ্ধ ১৭ জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত প্রতিটি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য এবং মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

তাছাড়া ১৩ জেলার ৫১টি উপজেলায় ৪৭,৪৮০টি শুকনো খাবার প্যাকেট ইলিশ নির্ভর জেলে পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আপদকালীন ও মাছ ধরায় আইনি নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জেলেদের প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জেলেদের স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বৃহৎ আকারের উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প এর আওতায় ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩২,৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও পরিপক্ব ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু ছাগল পালন, ভ্যান/রিক্সা প্রদান, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও ওয়ার্ল্ডফিস বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন USAID সহায়তাপুষ্ট ECOFISHBD প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৯টি উপজেলায় এ পর্যন্ত ২০,৭০০ জন সুফলভোগীকে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সীমিত সম্পদের প্রেক্ষিতে দরিদ্র জেলেদের সঞ্চয়ী ও স্বনির্ভর করে তোলা এবং আপদকালীন জীবন-জীবিকা পরিচালনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের তহবিল গঠনের লক্ষ্যে সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকারি অনুদানভিত্তিক ইলিশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষ্যে নৌ-র‍্যালী

এ লক্ষ্যে ECOFISHBD প্রকল্পের মাধ্যমে থোক-বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে উক্ত তহবিলে হস্তান্তরিত হয়েছে। এসব সমাজবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৭-১৮ সালে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে; যেখানে ২০০৮-০৯ সালে দেশে ইলিশের মোট উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন। অর্থাৎ মাত্র ৯ বছরের ব্যবধানে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৩ শতাংশ।

ঙ. পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন :

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি ও বিল নার্সারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে উন্মুক্ত জলাশয়ে মোট ৩,৫৬০ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ৩,৯৬৭টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব খাতের আওতায় বিল নার্সারিতে মোট ২৬৬ মে.টন পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির পুনরাবির্ভাব ঘটেছে।

এ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে দেশের উন্মুক্ত জলাশয়ে বার্ষিক প্রায় ২,০৫০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হচ্ছে এবং জলমহালের ওপর নির্ভরশীল জেলে/সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধিসহ স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ. সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন :

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২টি মৎস্য অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট এসব জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ, যথা- ভাঙ্গন, জাতপুঁটি, তিতপুঁটি, চান্দা, চেলা, কাকিলা, বাতাসি, গুচি, একঠোঁট, টেরিপুঁটি, মেনি, রাণী, ঘোড়া গুতুম, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংরা, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলি, চাকা, গজার, বাইম, ইত্যাদির লক্ষ্যণীয় পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রমে দেশি কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমাজ ভিত্তিক মৎস্য অভয়াশ্রম

ছ. মাছের আবাসস্থল উন্নয়ন :

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এসব জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিগত দশ বছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩,৯০৪ হেক্টর অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮১২ হেক্টর জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এসব জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৬,৫০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হবে।

খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

পুন:খননকৃত জলাশয়

জ. মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণ :

রুই-কাতলা জাতীয় মাছের একটি অনন্য প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী, লবণাক্ত ও আধা-লবণাক্ত মাছের অন্যতম চারণক্ষেত্র সুন্দরবন এবং মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ হাওর-বাঁওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তর নিবিড় কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদী রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

হালদা নদীতে মৎস্যজীবীদের রেণু আহরণ কার্যক্রম

অনন্য এ প্রজনন ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সরকার জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা- কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নির্বিঘ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হালদা নদীর অভয়াশ্রম রক্ষায় নিয়মিত অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নয় বছরে হালদা নদী থেকে মোট ৩,৭৫৭ কেজি কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধমানের রেণু উৎপাদিত হয়েছে। হালদা তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে দেশের দূর-দূরান্তে রেণু সরবরাহ করে থাকে। প্রকল্প চলাকালীন নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে হালদা নদী হতে রুই জাতীয় মাছের রেণু আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ টেকসইকরণ এবং হালদা নদীর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝ. মৎস্য আইন বাস্তবায়ন :

মৎস্যখাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু নীতি, আইন বিধিমালা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তন্মধ্যে মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১; মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১১; সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯; জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা, ২০১৪; মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ অন্যতম। তাছাড়া The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Act, 2002 এর মাধ্যমে কারেন্ট জালের সংজ্ঞা এবং এর উৎপাদন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার, পরিবহন ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বর্তমানে কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবহার ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ।

মৎস্য আইনের আওতায় আটককৃত জাটকা

মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইন দেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে এসআরও নং-৯৭-আইন/২০১৫, তারিখ: ১৭ মে ২০১৫ এর মাধ্যমে Marine Fisheries Ordinance-1983 (Ordinance No.XXXV of 1983)-এর section-55 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Marine Fisheries Rules, 1983-এর ১৮-এর পর নতুন Rule-19 সংযোজন করা হয়েছে। এ নতুন রুলের মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে। উক্ত রুলের আওতায় ২০১৫ সাল হতে চলতি বছরেও বর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় ২৭/০২/২০১৭ তারিখে নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে, যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথম বারের মত ৬৫ দিন মাছধরা বন্ধকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মাসিক ৪০ কেজি হারে উপকূলীয় ১৩ জেলার ৪ লক্ষ জেলেকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ঞ. সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশাল সমুদ্র এলাকায় মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে মাছের বংশবৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুন্ন রেখে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা অতীব জরুরি। এজন্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

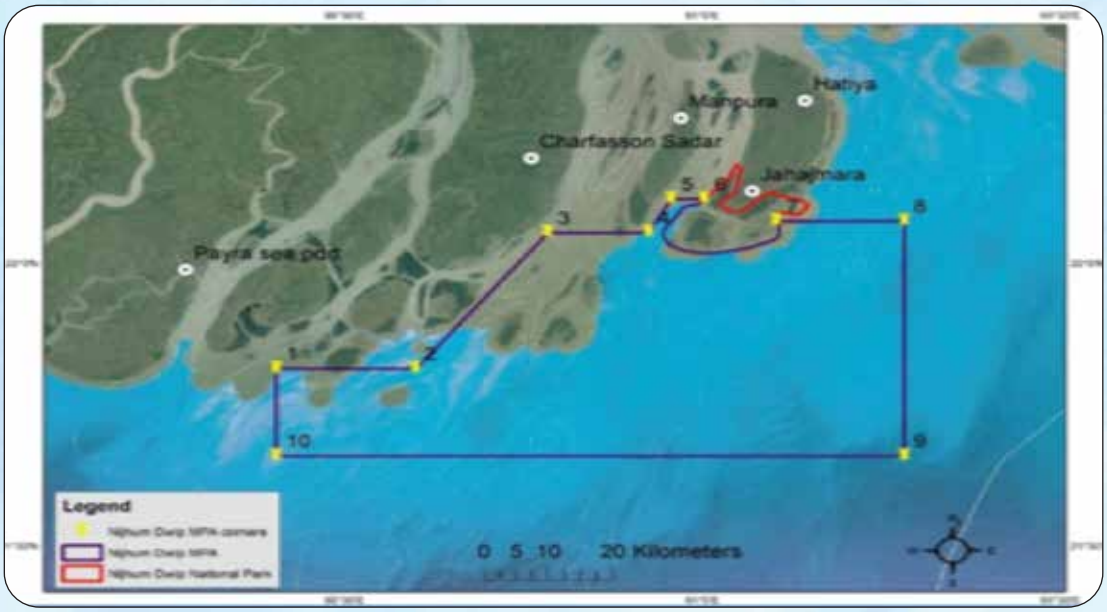

নিঝুম দ্বীপে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা

উক্ত কর্মপরিকল্পনার স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে বেশকিছু কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০১৭ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন, ১৩৩টি বাণিজ্যিক ট্রলারে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম ডিভাইস সংযোজন এবং এর মাধ্যমে ডিভাইস সংযোজনকৃত ভেসেলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, ৬৭,৬৬৯টি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযানের ডাটাবেইজ প্রণয়ন, দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ ইত্যাদি।

মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিসহ মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকলের দায়িত্বশীল ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্য-পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন গবেষণা ও জরিপ জাহাজ মালয়েশিয়া থেকে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে তিন ধরনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সার্ভে কার্যক্রম শুরুর পর হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত শ্রিম্প সার্ভের ওপর ১০টি, ডিমারসাল ফিস সার্ভের ওপর ১০টি এবং পেলাজিক সার্ভের ওপর ৪টিসহ সর্বমোট ২৪টি ক্রুজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩৬৪ প্রজাতির মাছ ও হাঙ্গর, ২৩ প্রজাতির চিংড়ি ও লবস্টার, ১৬ প্রজাতির কাঁকড়া এবং ১২ প্রজাতির সেফালোপোডসহ সর্বমোট ৪৩০টি সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। একই সাথে চলমান ট্রলিং-এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন স্পটের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, যা উক্ত এলাকার মৎস্য সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতা নির্ধারণ, নতুন প্রজাতি শনাক্তকরণ এবং এদের সহনশীল মাত্রায় আহরণ এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে। পাশাপাশি SDG Goal 14 (Life below water)-এর আওতায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন'

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে পাইলট কান্ট্রি হিসেবে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সুনীল অর্থনীতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। ব্লু-ইকোনমির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর নিমিত্ত সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ৯টি লং লাইনার ও ৭টি পার্স সেইনার প্রকৃতির অর্থাৎ মোট ১৬টি ফিসিং লাইসেন্সের সম্মতিপত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) -এর সার্বিক সহযোগিতায় নরওয়ের গবেষণা জাহাজ 'আরভি ড. ফ্রিজ্জফ ন্যানসেন' কর্তৃক বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ইকোসিস্টেম ও মৎস্য সম্পদ জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উক্ত গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে ২০১৮ সালের ০৩ হতে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত উপরিস্তরের স্মল পেলাজিক, ডিমার্সাল, ৩০০-৫০০ মিটার গভীরতার মেসো পেলাজিক মৎস্য সম্পদের জরিপ এবং সমুদ্রতাত্ত্বিক ও ইকোসিস্টেম সার্ভে সম্পন্ন করেছে। নরওয়ের IMR-এর বিজ্ঞানী ড. এরিক ওলসেন-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বর্ণিত জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সার্ভে প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও ওয়ার্ল্ডফিস-এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ৩০ জনের গবেষক দল অংশগ্রহণ করেন। সার্ভে চলাকালে ৩৬টি পেলাজিক ও ৫টি বটম ট্রলিংসহ মোট ৪১টি ট্রলিং সম্পন্ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৩৬ প্রজাতির মাছ, ২৩ প্রজাতির ক্রাস্টাশিয়ান, ১০ প্রজাতির মোলাস্ক এবং ৩ প্রজাতির সাপসহ মোট ১৭২ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী তালিকাভূক্ত করা হয়।

এছাড়া আরও ১৬টি বিভিন্ন প্রজাতি শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ফরমালডিহাইডে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সমুদ্র ও নদীতে বসবাসরত বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্নপ্রায় সামুদ্রিক প্রাণীকূলসহ জাতীয় মাছ ইলিশের প্রধান প্রজননক্ষেত্রের সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে সরকার গত ২৪/০৬/২০১৯ তারিখে নিঝুমদ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন মোট ৩,১৮৮ বর্গ কিমি এলাকাকে 'নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত (marine reserve) এলাকা' ঘোষণা করেছে। জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের ঈপ্সিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৬৫ দিন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সুবিধার্থে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা সামুদ্রিক মাছ ও ক্রাস্টাসিয়ান আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক সদিচ্ছায় এ বছর হতে ৬৫ দিন সাগরে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে উপকূলীয় ১২ জেলার ৪২টি উপজেলার ৪,১৪,৭৮৪ জন উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে।

ট. মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ :

মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে।

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা

পরীক্ষণ পদ্ধতির সক্ষমতার মান বিচারে এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ISO ১৭০২৫: ২০০৫ এর মান অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন টেস্ট প্যারামিটারে আন্তর্জাতিক প্রফিসিয়েন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলতার সাথে পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশে চিংড়ি উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বিষয়ে চাষি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, এনআরসিপি (National Residue Control Plan-NRCP) বাস্তবায়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। চিংড়ি সেক্টরে ট্রেসিবিলিটি সিস্টেম কার্যকর করার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার চিংড়ি খামার এবং ৯ হাজার ৬৫১টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামারের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এনআরসিপি কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণের জন্য এনআরসিপি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য মৎস্য ভবনে অ্যাকোয়া ফুড সেফটি আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রধান বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ। দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের রপ্তানির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য EU Regulation অনুসারে স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় উৎপাদন ও রপ্তানি হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে DG-SANTE-এর Food and Veterinary Office (FVO) কর্তৃক ২০০৫ সাল হতে বাংলাদেশে অডিট পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্যপণ্যের রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অডিট পরিচালনার নিমিত্ত EU-FVO অডিট টিম ০৬-১৬ নভেম্বর ২০১৮ সময়কালে বাংলাদেশ সফর করে।

EU-FVO অডিট টিমের সংগে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সভা

সফরকালে অডিট টিম ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও বিসিএসআইআর এর IFST ল্যাবরেটরি এবং ময়মনসিংহ, খুলনা ও বাগেরহাটে মৎস্য ও চিংড়ি খামার, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, পশু চিকিৎসার ঔষধ বিক্রয়কারী দোকান ইত্যাদি পরিদর্শন করে এবং অডিট প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মৎস্যপণ্যের রেসিডিউ ব্যবস্থাপনা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চাহিদা পূরণে সক্ষম বলে মন্তব্য করেন।

এটি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২০-৩০ এপ্রিল সময়ে বাংলাদেশে পরিচালিত অনুরূপ অডিট প্রতিবেদনে বর্ণিত ইতিবাচক মন্তব্যের ধারাবাহিতায় একই বছরের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা সনদ ছাড়াই ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশে এ দেশের মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা যাবে বলে ইউরোপীয় কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করে। এটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রতীয়মান হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৩,১৭১.৩২ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৫০.৩১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

ঠ. জলবায়ু পরিবর্তন ও মৎস্যসম্পদ :

বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মৎস্যখাত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও বিপন্ন। জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে গিয়ে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে, সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে মাছের বংশবিস্তার। নদী ও সাগরের মাছের ওপর নির্ভরশীল জেলেদের বেশিরভাগ ভূমিহীন ও হতদরিদ্র এবং নদী ও সাগরের অতি নিকটে দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বাস করার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ ধরনও পরিবর্তিত হচ্ছে-এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে। এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মৎস্য সেক্টরের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

মৎস্য অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করে অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমের বিপরীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থছরের অর্জন পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

অধিদপ্তরের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০১৯-২০ অর্থছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১৭টি, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৬টি এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ৫টিসহ মোট ২৮টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্বের বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় মৎস্য অধিদপ্তর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে আশা করা যায়।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি SDG এর উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে বেশ কিছু প্রাথমিক Actions/ projects নির্ধারণে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের নিমিত্ত নির্ধারণকৃত Actions/projects সংশিষ্ট কার্যক্রমসমূহ হলো:

- ২০২০ সালের মধ্যে ২০টি সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট স্থাপন;
- পরিবেশবান্ধব ফিসিং ভেসেল পরিচালনায় উৎসাহিত/সহায়তা প্রদান;
- সকল ফিসিং ভেসেলে Turtle Extruder Device (TED) চালুকরণ;
- কমপক্ষে ৫লক্ষ জেলে/মৎস্যজীবীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ২০২০ সালের মধ্যে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে ঘোষণার জন্য সম্ভাবনাময় ফিসিং গ্রাউন্ড শনাক্তকরণ;
- জেলে/মৎস্যজীবীদের জন্য আদর্শ গ্রাম স্থাপন;
- Community Based Fisheries Management (CBFM) শক্তিশালীকরণ;
- CBFM এর মাধ্যমে সহব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ;
- মোট সামুদ্রিক এলাকার ৪.৭৩% সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তর ও এর অধীনস্থ সকল দপ্তরের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর এর অডিট শাখা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উপজেলা ও জেলা দপ্তর থেকে ব্রডশিট জবাব সংগ্রহপূর্বক বাছাইকৃত নিষ্পত্তিযোগ্য ব্রডশিট জবাব মহাপরিচালক মহোদয়ের মন্তব্যের জন্য উপস্থাপন করা হয়। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের পেনশনারদের ধারাবাহিক চাকুরি বিবরণী অনুযায়ী অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অডিট অধিদপ্তরের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করে থাকে। ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫১০টি, মোট টাকার পরিমাণ ২৬১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ব্রডশিটে প্রেরিত জবাবের সংখ্যা ৫১০টি। ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩১৪টি।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

যে কোন প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর কার্যকর, জনমুখী এবং সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল ও সক্ষম করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রমের ভিত্তি হচ্ছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অঙ্গিকারাবদ্ধ, প্রত্যয়ী ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং এই জনবলের

সর্বানুকূল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা। মৎস্য অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, উন্নত আমিষ তথা নিরাপদ মৎস্যের যোগান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, ব্যাপক কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৩৭তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ

এ জন্য একদিকে যেমন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা এবং হালনাগাদ রাখা প্রয়োজন, অন্যদিকে মৎস্য ও চিংড়ি চাষি, পোনা উৎপাদনকারী, মৎস্যজীবী, জেলে, মৎস্য বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। সেই আলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ২৫২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৩৬,৮৬৫ জন মৎস্যচাষি ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ৪৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৪৫০ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন সুফলভোগী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন তৃণমূল পর্যায়ের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে নবনির্মিত গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপোমা ইনষ্টিটিউট-এ প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি সম্পন্ন করে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য ৩৭তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক মাস ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ;
- All Cadre PMIS চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;

- পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DoF) চালুকরণ এবং হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ;
- ই-ফাইলিং সিস্টেম চালুকরণ;
- বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের ৫টি শাখা ই-ফাইলিং সিস্টেমের আওতায় এসেছে;
- ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ;
- প্রকল্প পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং অর্থ বরাদ্দে কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রচলন এবং
- ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ।

১৩. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম :

আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের ডায়নামিক ওয়েব পোর্টাল (www.fisheries.gov.bd) কার্যকর রয়েছে । এতে মৎস্য বিষয়ক সকল আইন, বিধি, নীতি-নির্দেশিকা ও সব ধরনের প্রকাশনা নিয়মিত হালনাগাদ হয় । বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ এ ওয়েবপোর্টাল থেকে মৎস্যচাষ, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন । অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, ক্রয়-টেন্ডার, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি ওয়েবপোর্টাল থেকে পাওয়া যায় । এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তর ডট বাংলা ডোমেইন পরিমন্ডলে বাংলা TLD এর রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য অনলাইন ডেটাবেজ ভিত্তিক PDS বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । মৎস্য অধিদপ্তর "ই-প্রশিক্ষণ" ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত সকল প্রশিক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । অধিদপ্তরের কার্যক্রম তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক করার মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল করার জন্য কাস্টমাইজড সফটওয়্যার DoF ERP এর প্রবর্তন করা হয়েছে ।

আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে অনলাইনে চাকুরির আবেদন, এডমিট কার্ড ডাউনলোড এবং ফলাফল দেখার জন্য "ই-রিক্রুটমেন্ট" চালু করা হয়েছে । মাছ ও চিংড়ির চাষ ব্যবস্থাপনা ও রোগ সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানে মোবাইল অ্যাপস প্রস্তুত করার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে LAN এবং WiFi এর মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ই-মেইল ক্লায়েন্ট এবং নিজস্ব ডোমেইনের মাধ্যমে ই-মেইল সার্ভিস দেয়া হচ্ছে যা DoF Webmail নামে পরিচিত। এতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আদান-প্রদানকৃত তথ্য নিরাপদ থাকছে। মাঠ পর্যায়ের প্রতি দপ্তরের নামে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। ৫২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে ১২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ভবনের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে পিআরএল, ছুটি নগদায়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৬. উপসংহার :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' এ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টর উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ২০২০-২১ সাল নাগাদ ৪৫.৫২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করা সম্ভব। এর ফলে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় পশ্চাদপদ এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৭% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৭% (বিবিএস, ২০১৯)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৬%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৪৩২১১.৮০ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের তুলনায় ৩৫৮৭.২০ কোটি টাকা বেশি (বিবিএস, ২০১৯)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বিগত পাঁচ বছরে যথাক্রমে ৪২.৩৭%, ২৮.২৩% ও ৫৫.৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দুধ, মাংস ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৬৫.০৭ মি.লি/দিন, ১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন, ও ১০৩.৮৯ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তার বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

- গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

- দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ;
- প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন;
- গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছিল ১৯৮২ সালে মূলত পারিবারিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান পদসংখ্যা ১০০১৭ টি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলাতে প্রাণিসম্পদ দপ্তর রয়েছে। ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া, ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ২১টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে ৩৯৯৮টি। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। হাঁস-মুরগির ৫০টি খামার, দুগ্ধ ও গবাদিপশু উন্নয়ন খামার ০৭টি, মহিষের খামার ০১টি, শুকুরের খামার ০১টি, ছাগল উন্নয়ন খামার ০৭টি এবং ভেড়ার ০৩টি খামার রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য একটি নতুন জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ২০১০ সালে প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে জনবল কাঠামোর প্রস্তাবটি অনুমোদন কার্যক্রম অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন জনবল কাঠামো দ্রুত পাশ হলে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নে তা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

৭. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহের বর্ণনা :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ বর্ণিত হলো :

৭.১। দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি :

ক. দুধ উৎপাদন :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন তথা বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সূদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

"দুধ পানের অভ্যাস গড়ি, পুষ্টি চাহিদা পূরণ করি" প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ১লা জুন ২০১৯ খ্রি: বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন চলমান রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি দুগ্ধ খামারে মোট দুধ উৎপাদিত হয়েছে ৯৯.২৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং দুধের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৬৫.০৭ মিলি/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইনস্টিটিউট ও স্থাপনাসমূহের শুভ উদ্বোধন করেন

খ. মাংস উৎপাদন :

বর্তমানে বাংলাদেশ গবাদিপশু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৭৫.১৪ লাখ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েকবছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে, শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদিপশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, ব্রাহমা জাতের মাংস উৎপাদনক্ষম গরুর সংযোজন এবং সম্প্রসারণ, ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. ডিম উৎপাদন :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ১৭১১ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১০৩.৮৯ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও গত ১২ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে "সুস্থ সবল জাতি চাই, সব বয়সেই ডিম খাই" প্রতিপাদ্যকে নিয়ে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডিম দিবস।

প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্যবান ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সর্ম্পকে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করে আসছে ১৯৯৬ সাল থেকে ।

দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

উৎপাদিত পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৯৪.০৬	৯৯.২৩
মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪	৭২.৬০	৭৫.১৪
ডিম (কোটি)	১০৯৯.৫২	১১৯১.২৪	১৪৯৩.৩১	১৫৫২.০০	১৭১১.০০

"সুস্থ সবল জাতি চাই, সব বয়সেই ডিম খাই" প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত বিশ্ব ডিম দিবস ২০১৮

প্রাণিজ আমিষের প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

অর্থবছর					
উৎপাদিত পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
দুধ (মিলি/জন/দিন)	১২২.০০	১২৫.৫৯	১৫৭.৯৭	১৫৮.১৯	১৬৫.০৭
মাংস (গ্রাম/জন/দিন)	১০২.৬২	১০৬.২১	১২১.৭৪	১২২.১০	১২৪.৯৯
ডিম (টি/জন/বছর)	৭০.২৬	৭৫.০৬	৯২.৭৫	৯৫.২৭	১০৩.৮৯

দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) প্রকল্প চলমান আছে। মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য "বীফ ক্যাটেল উন্নয়ন" প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং "আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ" প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তাছাড়া, দুধ ও মাংসের টেকসই উৎপাদন; বাজার সংযুক্তকরণ এবং ভ্যালু চেইন সিস্টেম উন্নত করা; পশু বীমার উন্নয়ন এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের লক্ষ্যে "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প" এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস-২০১৯ খ্রিঃ উপলক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের দুধ পান করান

৭.২ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন :

- দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ হতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৩৯৯৮ এর বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উৎপাদিত সিমেন এর পরিমাণ ছিল ৪৪.৫১ লক্ষ মাত্রা, পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৪১.২৮ লক্ষ।
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রুভেন বুল এর সংখ্যা ০৮টি। গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৫টি কেনডিডেট বুল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- দেশী গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভী থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩.১২ লক্ষ সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্রের প্রুভেন বুল

সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র :

গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে কর্যক্রম	অর্থবছর				
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সিমেন উৎপাদন (লক্ষ ডোজ)	৩৭.২০	৪১.৫১	৪১.৮২	৪২.৮৯	৪৪.৫১
কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	৩২.৫৬	৩৪.৫৪	৩৬.৬৮	৩৮.৪৫	৪১.২৮
সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুর উৎপাদন (লক্ষ)	১০.৬৭	১১.৮৫	১২.৩৬	১২.২৬	১৩.১২

৭.৩ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম :

চিকিৎসা কার্যক্রম :

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সারাদেশে প্রায় ৯.১৬ কোটি হাঁস-মুরগি এবং প্রায় ১.২০ কোটি গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রজাতিভেদে বিগত ৫ বছরে পশুপাখির সংখ্যা :

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি (মিলিয়ন)	অর্থবছর				
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
গরু	২৩.৬৪	২৩.৭৯	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪
মহিষ	১.৪৬	১.৪৭১৯	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০
ছাগল	২৫.৬০	২৫.৭৭	২৫.৯৩	২৬.১০০৯	২৬.২৭
ভেড়া	৩.২৭	৩.৩৪	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪
মোট গবাদিপশু	৫৩.৯৭	৫৪.৩৬	৫৪.৭৫	৫৫.১৪	৫৫.৫৩
মোরগ-মুরগি	২৬১.৭৭	২৬৮.৩৯	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮
হাঁস	৫০.৫২	৫২.২৪	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫
মোট হাঁস-মুরগি	৩১২.২৯	৩২০.৬৩	৩২৯.২০	৩৩৮.০০	৩৪৭.০৪

টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ :

অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস- মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ২৭.৫২ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করেছে, যা দিয়ে সারা দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা এবং জেলা দপ্তরের মাধ্যমে ২৫.৯৩ কোটি ডোজ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

টিকা উৎপাদন, টিকা প্রদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিগত ৫ বছরের চিত্র (মিলিয়ন) :

কর্মকান্ড	অর্থবছর				
	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
গবাদিপশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৪.৩১০	১২.৩১১	১৬.১৯৩	১৫.৯৪৩	১৮.৭৬
পোল্ট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৭৭.১৭৮	২২৪.০৭৮	২৩৭.৫৪১	২৩০.৩২০	২৫৬.১০
গবাদিপশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১২.৬৫	১৩.৭৪	১৭.৮৫৯	১৫.৭৮০	১৬.৫৩
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৮৬.৬৩২	২২৭.৯৪১	২২৯.৪৪৫	২৪৩.৩৮৫	২৪১.৪৮
গবাদিপশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	৬.৭৫৪	১০.৭৫৭	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	৭০.৭৪৭	৮০.১৭৪	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯

জুনোটিক এবং ইমারজিং ও রি-ইমারজিং রোগ নিয়ন্ত্রণ :

বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতংক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনগুলোতে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৪ সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন :

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামার সমূহে ৪০.২৯ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা, গরুর ৫৫৮টি বাছুর, ১৩৮১ টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৭৫টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৫৯০টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, হাঁস-মুরগির খামারগুলিতে ৫.৭৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। ডেইরি খামার হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন দুধ উৎপাদিত হয় এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ৯৭.২৯ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়।
- অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারের মধ্যে ১৫টি মুরগির খামার থেকে ১ দিনের ফাওমি ও সোনালি জাতের মুরগির বাচ্চা এবং ২১টি হাঁসের হ্যাচারি থেকে খাকী ক্যাম্বেল, জেনডিং ও বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে কৃষকদের কাছে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার ময়মনসিংহে হাঁস পালনের খন্ডচিত্র

- অধিদপ্তরাধীন ০৭টি ডেইরি, ০১টি মহিষ, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার ও ০৩টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার রয়েছে। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ

৭.৫ প্রাণি পুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান :

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরস্থিত কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্য বিশ্লেষণ বিশেষ করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরীর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিশ্লেষণকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৩১৬২ টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ৯৯৫২ টি। পশু খাদ্যে উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকরণ কল্পে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে।

সাভারে নবনির্মিত প্রাণিসম্পদ উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার

৭.৬ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প :

- প্রাণিসম্পদের কাংখিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩২৫.৭৩ (৯৮.০৩%) টাকা ব্যয়ে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

LDDP প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের সাথে পর্যালোচনা সভায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি
ও সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এর উপস্থিতিতে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৯ জুন, ২০১৯ সালে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালকের দপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তরের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি মহোদয়ের উপস্থিতিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) মূল্যায়ন প্রতিবেদন :

কৌশলগত	উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯)	অর্জন	অর্জনের হার (%)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:							
১.গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	১৯	১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে সিমেন উৎপাদন	উৎপাদিত সিমেন	মাত্রা (লক্ষ)	৪১.৫০	৪৪.৫১	১০৭.২৫
		১.২ কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ	প্রজননের সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৬.৫০	৪১.২৮	১১৩.১০
		১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি প্রজনন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক ছাগী প্রজনন করা	প্রজনন কৃত ছাগী	সংখ্যা	২৬০০	২৬৬৭	১০২.৫৮
		১.৪ সরকারি খামারে গাভীর বাছুর উৎপাদন	উৎপাদিত বাছুর	সংখ্যা	৬৫০	৬৩৩	৯৭.৩৮
		১.৫ সংকর জাতের গবাদিপশুর বাছুরের তথ্য সংগ্রহ	তথ্য সংগৃহীত বাছুর	সংখ্যা (লক্ষ)	১২.৫০	১৩.১২	১০৪.৯৭
		১.৬ সরকারি খামারে ছাগলের বাচ্চার উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা	১৩০০	১৩৮১	১০৬.২৩
		১.৭ সরকারি খামারে একদিনের হাঁস মুরগির বাচ্চা উৎপাদন	উৎপাদিত বাচ্চা	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৭.০০	৫২.৭৬	১৪২.৫৯
		১.৮ পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরিক্ষীত নমুনা	সংখ্যা	২৯০০	৩১৬২	১০৯.০৩

কৌশলগত	উদ্দেশ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮-১৯)	অর্জন	অর্জনের হার (%)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ							
২. গবাদি পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ	২৫	২.১ টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	মাত্রা (কোটি)	২৮.০০	২৭.৫২	৯৮.২৯
		২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসারণ	টিকা প্রয়োগকৃত পশু পাখির সংখ্যা	সংখ্যা (কোটি)	২৫.০০	২৫.৯৩	১০৩.৭২
		২.৩ রোগ নির্ণয় করা	পরিক্ষীত নমুনা	সংখ্যা	৭০০০০	৮৮০৭৭	১২৫.৮২
		২.৪ গবাদিপশুর চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত পশু	সংখ্যা (কোটি)	১.০০	১.১৯৫	১১৯.৫০
		২.৫ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান	চিকিৎসাকৃত হাঁস-মুরগি	সংখ্যা (কোটি)	৮.৫০	৯.১৫৯	১০৭.৭৫
		২.৬ গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে প্রেরণ	প্রেরীত নমুনা	সংখ্যা	৩০০০০	৩২৭২২	১০৯.০৭
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	১৫	২.৭ গবাদিপশু-পাখির ডিজিজ সার্ভিল্যান্স	সার্ভিল্যান্সকৃত রোগ সংক্রমনের সংখ্যা	সংখ্যা	৪৫০০	৪৭৯৯	১০৬.৬৪
		৩.১ খামারি প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারী	সংখ্যা (লক্ষ)	১.২০	১.৭৬	১৪৬.৬৭
		৩.২ কসাইদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কসাই	সংখ্যা (জন)	১০০০	২৯৪৮	২৯৪.৮০
		৩.৩ গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন	আয়োজিত উঠান বৈঠক	সংখ্যা	২০০০০	২৯০০৬	১৪৫.০৩
			উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা (লক্ষ)	২.০০	২.৪৩	১২১.৩৫
		৩.৪ ঘাস চাষ সম্প্রসারণ	ঘাস চাষকৃত জমি	একর	৭৫০.০০	৯৭৭.৮৩	১৩০.৩৮
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা	১২	৪.১ পশুখাদ্য আইন বাস্তবায়নে খামার/ ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন	পরিদর্শনকৃত খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি	সংখ্যা	৪৫০০০	৪৫৭৬০	১০১.৬৯
		৪.২ পোল্ট্রি খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	২১০	৬৮০	৩২৩.৮১
		৪.৩ গবাদিপশুর খামার রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত খামার	সংখ্যা	১৮০	৯৮৫	৫৪৭.২২
		৪.৪ ফিডমিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রেশন ও নবায়ন	রেজিষ্ট্রিকৃত ফিডমিল এবং প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১৫০	১৫৯	১০৬.০০
		৪.৫ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা	পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	৪০০	৪১৭	১০৪.২৫
৫. গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	৪	৫.১ প্রজনন পাঁঠা বিতরণ	বিতরণকৃত পাঁঠা	সংখ্যা	৫০০	৫৯০	১১৮.০০
		৫.২ কেনডিডেট বুল তৈরী	তৈরীকৃত বুল	সংখ্যা	৩৫	৬৫	১৮৫.৭১

মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের
২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৯. সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ :

২০২৩ সালের মধ্যে হাঁস-মুরগির উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে পশুখাদ্য, গবাদিপশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজপ্রাপ্য এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর ভর্তুকি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।

"আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবাদি পশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী ও জৈব সার সরবরাহকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে

আগামী ৫ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ১০% উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্ভাবন প্রযুক্তি নিশ্চিত করার জন্য মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের আওতায় নিয়ে আসা যায়। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে যুব ও মহিলাদের গবাদিপশু-পাখি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরকারের ৫% সরলসুদে পুন:অর্থায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ২০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশের দারিদ্র্যের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ঋণ এবং কারিগরী সুবিধা ও সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনীয় ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সহায়তা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এসডিজি অভীষ্ট ১ এবং ২ নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা ক্ষুধা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভুমিকা রাখবে। সর্বোপরি, "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে গবাদিপশু-পাখির বর্জ্য/গোবর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য জ্বালানী এবং জৈব সার সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা জোরদার করা হয়েছে।

১০. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে "২০৩০ এজেন্ডা" এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি সুনিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ২৩২টি ইন্ডিকেটর রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংযুক্ত। সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে প্রাণিসম্পদ সেক্টর ঘনিষ্টভাবে জড়িত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG এর কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততা :

ক্রমিক নং	অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা		
		লিড	কো-লিড	এসোসিয়েট
১.	অভীষ্ট-১: সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান	-	-	১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, ১.৫
২.	অভীষ্ট-২: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার		২.১,২.৩, ২.৫	২.২, ২.৪, ২ক, ২খ
৩.	অভীষ্ট-৩: সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ		-	৩.৩
৪.	অভীষ্ট-৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্ম সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন			৮.১, ৮.২, ৮.৪
৫.	অভীষ্ট-৯: অভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ			৯.৫
৬.	অভীষ্ট-১০: অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা			১০.১, ১০.২
৭.	অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা			১২.১, ১২.৩
৮.	অভীষ্ট-১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র হ্রাস প্রতিরোধ			১৫.১, ১৫.৫, ১৫.৬, ১৫.৭, ১৫.৮
৯.	অভীষ্ট-১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা			১৭.৮, ১৭.১৮

১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০৪টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৪৮টি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির টাকার পরিমাণ ২৮.৭০ কোটি টাকা।

১২. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম কার্যক্রম। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩৫ টি কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৬৭৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ৭৯৫১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দক্ষ জনবল তৈরি করার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে।

১২.১ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রাণিসম্পদ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ১.৭৬ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৯০০৬টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারী ২.৪৩ লক্ষ জন। ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ :

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮-তে উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ উদযাপনে বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

- স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন (বাংলাদেশে সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়);
- গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;
- পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ পালন প্রযুক্তি;
- প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা উন্নয়নে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।

বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রতিফলন বাংলাদেশ এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তোলন করেছে।

১২.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার :

ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজে ২০১৮-১৯ শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত ৫টি ব্যাচে মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পরবর্তী ব্যাচের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এষ্টাবলিশমেন্ট অব ইনষ্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি' প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গাইবান্ধায় ILST-তে ৪৯ জন এবং নাসিরনগর ILST-তে ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং ২০১৯-২০ এর ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে আরও ৩টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দক্ষ জনবল তৈরি করার পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা উন্নয়নে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের 'ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্পের আওতায় ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন

১২.৩ নারীর ক্ষমতায়ন :

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে। ফলে পারিবারিক পর্যায়ে প্রাণিজ আমিষের জোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাত করণের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে।

১৩.ইনোভেশন কার্যক্রম :

- ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ই-ভেট সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এ টু আই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে;
- ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে "Livestock Diary" মোবাইল এপ্স চলমান আছে;
- গ্রাম ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা;
- সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গাজীপুর জেলার ০৪টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে;
- SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে- প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যায়।

১৪. আই সি টি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম :

- ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটটি (www.dls.gov.bd) চালু রয়েছে। অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত দেয়া হচ্ছে;
- ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে;
- কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচারে কৌশল চর্চার বিবরণ :

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

১৬. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১০টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ০৬টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৪টি। গত অর্থবছরে ৬৯টি পেনশন কেইসের মধ্যে ৬৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৬.১ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন :

ক্রমবর্ধমান প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আইনী সহায়তা একান্ত আবশ্যক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে ৪১৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ;

- পশুরোগ আইন, ২০০৫;
- বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;
- জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৭;
- জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮;
- পশরোগ বিধিমালা, ২০০৮;
- মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;
- পশুজবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১;
- পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩।

উল্লেখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, গো-খাদ্য মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে রয়েছে বর্তমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আন্তরিকতা।

১৭. উপসংহার :

প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন হচ্ছে দেশে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণ পূর্বক মেধাবী, স্বাস্থ্যবান ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠন করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত 'ভিশন-২০২১', টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.bfri.gov.bd

১. ভূমিকা :

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। গবেষণা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে-স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ; নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর; লোনাপানি কেন্দ্র, পাইকগাছা, খুলনা; সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট। উপকেন্দ্র ৫টি হচ্ছে নদী উপকেন্দ্র, রাঙ্গামাটি; প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র, সান্তাহার, বগুড়া; স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, যশোর; নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী এবং স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা করে এ যাবত ৬২ টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ৫১টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১১টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বর্তমান সরকারের মৎস্য বান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণের ফলে দেশ এখন মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

২. রূপকল্প (Vision) :

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রমনির্ভর পরিবেশ উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- মৎস্য বাণিজ্যিকীকরণ সহায়ক বহুমুখী মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী জলজ সম্পদের উন্নয়নে যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন;
- মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলী :

- জাতীয় চাহিদার নিরীখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালানা;
- মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরমার্শ প্রদান।

৬. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যের বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা :

ক. বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও জীনপুল সংরক্ষণ :

স্বাদুপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৬৪ প্রজাতির মাছ বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। ইনস্টিটিউট বিবেচ্য সময়ে এ সকল বিপন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গুতুম *(Lepidocephalus guntea)* ও বালাচাটা *(Somileptes gongota)* মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। ফলে গুতুম ও বালাচাটা মাছের পোনা প্রাপ্তি সহজতর হবে এবং চাষাবাদ সম্প্রসারিত হবে। উল্লেখ্য, ৬৪ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় মাছের মধ্যে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ২০ প্রজাতির মাছ যেমন-পাবদা, গুলশা, টেংরা, মহাশোল, মেনি, পুঁটি, চিতল, ফলি ইত্যাদির প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে এসব মাছের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় সম্প্রতিককালে বাজারে এদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুতুম মাছ

বালাচাটা মাছ

টেংরা মাছ

খ. কৈ মাছের রোগ প্রতিরোধে ভেকসিন উদ্ভাবন :

কৈ মাছের মড়ক প্রতিরোধে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মত ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে আমদানিকৃত ভিয়েতনামী কৈ মাছ অতি অল্প সময়ে খামারী পর্যায়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষাবাদ হয়। কিন্তু, বিগত সময়ে সারা দেশে বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও যশোর অঞ্চলের ৬০-৭০% ভিয়েতনামী কৈ এর খামারে মড়ক দেখা দেয়। অনেক চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ প্রেক্ষিতে খামারী পর্যায়ে ভিয়েতনামী কৈ মাছের মড়কের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী দল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আক্রান্ত খামার হতে রোগাক্রান্ত ভিয়েতনামী কৈ মাছের নমুনা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত নমুনায় (যকৃত, প্লিহা, কিডনী ও ব্রেইন) বায়ো-মলিকুলার পদ্ধতিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু হিসেবে স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি *(Streptococcus agalactiae)* নামক ব্যাকটেরিয়াকে সনাক্ত করা হয়। অতঃপর স্ট্রেপটোকক্কোসিস রোগ নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা পরিচালনা করে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। ভ্যাকসিন তৈরি প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারে আর্দশ পদ্ধতি (OIE) অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন স্ট্রেপটোকক্কাস এগালেকসি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শতভাগ কার্যকর অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বলে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে। উল্লেখ্য, মাছের রোগ প্রতিরোধে এটি হবে দেশের প্রথম ভেকসিন উদ্ভাবন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ভেটেরিনারি অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত কৈ ভেকসিন

ইনস্টিটিউটের ভেকসিন উদ্ভাবন গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. রইছউল আলম মন্ডল

গ. ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) নিরুপন :

ইলিশ একটি নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জাতীয় মৎস্য উৎপাদনে একক প্রজাতি হিসেবে সর্ববৃহৎ। প্রতি বছর বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয় হতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ আহরণ করা হয়। কিন্তু ইলিশের সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা নির্ধারণ করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় উৎপাদন বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর হতে ইলিশ মাছের পপুলেশন ডিনামিক্স, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন, রিক্রুটমেন্ট এবং মৃত্যু হার নির্ণয় গবেষণার মাধ্যমে দেশের মোট ১২টি ইলিশ প্রধান অঞ্চল হতে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রাথমিকভাবে ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় প্রায় ৩৬ হাজার মাছের সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত FAO-ICLARM Stock Assessment Tools (FISAT) সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, দেশে ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন ৬ লক্ষ ৯ হাজার মে. টন। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যে, মাঠ পর্যায়ে ইলিশের ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ বিশেষ করে জাটকা ও মা ইলিশ সুরক্ষিত হওয়ায় ইলিশের রিক্রুটমেন্ট ভাল হচ্ছে।

ঘ. মাঠ পর্যায়ে ইমেজ মুক্তা উৎপাদনে সফলতা :

ইনস্টিটিউট হতে মিঠাপানির ঝিনুকে *(Lamellidens marginalis* এবং *L. corrianus)* ইমেজ মুক্তা তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৭-৮ মাসেই ঝিনুকে ১টি পুর্ণাঙ্গ ইমেজ মুক্তা তৈরী করা সম্ভব। সাধারণত মোম, খোলস, প্লাস্টিক, ষ্টীল ইত্যাদি দিয়ে চাহিদা মাফিক তৈরিকৃত নকশাকে ঝিনুকের ম্যান্টাল টিস্যুর নিচে স্থাপন করে ইমেজ মুক্তা তৈরী করা হয়।

ইনস্টিটিউট থেকে মুক্তা চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাদুপানির ঝিনুকে বর্তমানে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন করছেন সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, নিলফামারী, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ ও সিলেটের বেশ কয়জন উদ্যোক্তা ও চাষী। তাঁরা হলেন লালমনিরহাট জেলার আদিতমারি উপজেলার রুহুল আমিন, নীলফামারীর ডোমার উপজেলার মোঃ জুলফিকার রহমান বাবলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সাবিনা আক্তার, ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার জনাব আলহাজ্ব মঞ্জুর রহমান, সুনামগঞ্জ জেলার জনাব নাজিম উদ্দিন এবং সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার সারিঘাট গ্রামের জামিল আহমেদ। চাষীগণ ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ইমেজ মুক্তা চাষ শুরুর মাত্র তিন মাসের মধ্যে সফলতা পেয়েছেন। সরেজমিনে পুকুর পরিদর্শন করে দেখা যায়, পুকুরে উৎপাদিত ইমেজ মুক্তা উজ্জল ও দীপ্তিময়। ইমেজ মুক্তা চাষের পূর্ণ মৌসুম পেলে মুক্তাগুলো আরো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হবে বলে বিজ্ঞানীগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। ইমেজ মুক্তা চাষের পুকুরে একইসাথে রুই, মৃগেল ও কাতল মাছের চাষ হচ্ছে। একই পুকুরে মাছের সাথে মুক্তা চাষ করে পুকুর বা মাছের কোন ক্ষতি হচ্ছে না; বরং মুক্তা উৎপাদনের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ আয় করা সম্ভব হচ্ছে।

চাষী পর্যায়ে ইমেজ মুক্তা তৈরি

ঙ. হ্যাচারিতে শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন :

দীর্ঘ গবেষণার পর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) বিজ্ঞানীরা হ্যাচারীতে শীলা কাঁকড়ার *(mud crab)* ব্যাপক পোনা *(Crablet)* উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন।

কাঁকড়ার পরিপক্ক ডিম

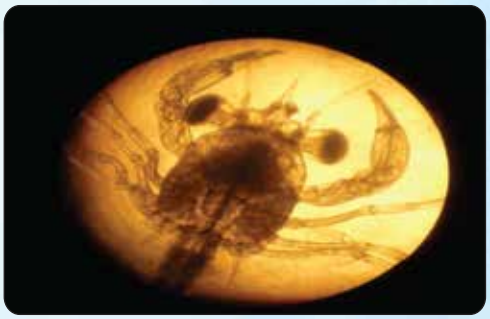

মেগালোপা-১ ধাপ

জুইয়া-১ ধাপ

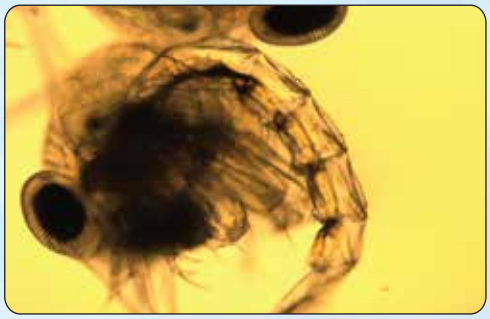

জুইয়া-২ ধাপ

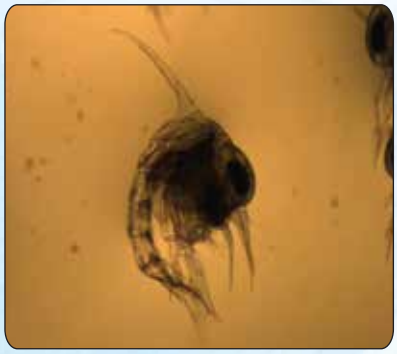

জুইয়া-৩ ধাপ

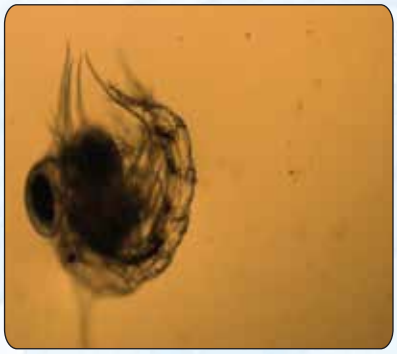

জুইয়া-৪ ধাপ

জুইয়া-৫ ধাপ

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রকৃতি থেকে শীলা কাঁকড়ার পোনা সংগ্রহ করে মূলত: সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে এর চাষাবাদ করা হয়। ফলে প্রাকৃতিক উৎসে শীলা কাঁকড়ার পোনা প্রাপ্তি সাম্প্রতিককালে হুমকির মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে ২০১৫ সাল থেকে হ্যাচারীতে শীলা কাকঁড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়। দীর্ঘ গবেষণার পর গবেষকগণ হ্যাচারীতে শীলা কাকঁড়ার পোনা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। বর্তমানে হ্যাচারীতে কাঁকড়ার পোনা বেঁচে থাকার হার প্রায় ৬%। ফলে হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনা দিয়ে কাঁকড়া চাষ সহজতর হবে এবং দেশে কাঁকড়া উৎপাদনে নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হবে।

চ. উপকূলীয় জলাশয়ে হরিণা ও চাকা চিংড়ির চাষ :

চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বর্তমান বিশ্ব বাজারে ভোক্তা দেশসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং চিংড়ি চাষে রোগ সংক্রমণের কারণে বাগদা চিংড়ি হতে কাংখিত হারে উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চিংড়ি উৎপাদনকারী বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের সংঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সময় উপযোগী চিংড়ি প্রজাতি নির্বাচন ও চাষ কলাকৌশল প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি ও বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা বাদামী চিংড়ি বা হরিণা চিংড়ি *(Metapenaeus monoceros)* এবং চাকা চিংড়ি বা সাদা চিংড়ি *(Penaeus indicus)* নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছেন।

হরিণা চিংড়ি

চাকা চিংড়ি

খুলনার পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্রে নব্বই দিন চাষ করার পর প্রতিটি হরিণার ওজন হয় গড়ে ১১ গ্রাম এবং বাঁচার হার ছিল ৮০% । প্রতি হেক্টরে উৎপাদন প্রায় ২৫০০ কেজি । চাষ থেকে উৎপাদিত এসব হরিণা হতে মা চিংড়ি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তিতে এসব মা চিংড়ি হতে হ্যাচারীতে পোষ্টলার্ভি (চিংড়ির পোনা) উৎপাদনের গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে । চাকা চিংড়ির পোনা উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের পুকুরে প্রতি শতকে ২,২০০টি হারে পোনা মজুদ করা হয়েছে । চাকা চিংড়িকে দিনে ২ বার করে পিলেট খাবার দিয়ে নব্বই দিন চাষে চাকা চিংড়ির গড় ওজন ১৩ গ্রাম পর্যন্ত পাওয়া গেছে । বর্তমানে এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে । এখান থেকেও চাকা চিংড়ির ব্রুড তৈরী করা হবে এবং পরবর্তীতে হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণায় ব্যবহার করা হবে ।

ছ. সীউইড এর চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন :

অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রচলিত জলজসম্পদ সীউইড (সামুদ্রিক শৈবাল) এর চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে সফলতা অর্জন করেছে । কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে এ পর্যন্ত ১২০ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে । ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ০৩ প্রজাতির সীউইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে । বাংলাদেশের জলবায়ুতে স্থানভেদে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস সীউইড চাষ করা যায় । তবে সীউইড চাষের সর্বোচ্চ অনুকূল সময়কাল হচ্ছে জানুয়ারী থেকে মার্চ । নারিকেলের ছোবড়ার রশি ও নাইলনের মাছ ধরার জাল ব্যবহার করে ইনস্টিটিটিউট থেকে আনুভূমিক নেট পদ্ধতিতে সীউইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে । গবেষণায় সেন্টমার্টিনে ৯০ দিনে সীউইড এর উৎপাদন প্রতি বর্গমিটারে ৩০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গেছে যা পার্শ্ববর্তী দেশের সীউইড উৎপাদনের (৩৬ কেজি) খুবই কাছাকাছি । আমাদের দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে সীউইড চাষ সুনীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । উল্লেখ্য, ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সীউইড চাষ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে ।

চাষকৃত সী-উইড

জ. সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ণয় :

বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সামুদ্রিক মাছের প্রজননকাল নির্ণয়ের জন্য ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হতে বিগত ৩ বছর যাবৎ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভেটকি *(Lates calcarifer)*, লাল পোয়া *(Johnius argentatus)*, তুলার ডান্ডি *(Sillago damina)*, রূপচাঁদা *(Pampus chinensis)*, ছুরি *(Trichiurus haumela)* ও লইট্যা *(Harpodon nehereus)* মাছ এপ্রিল থেকে জুলাই, তাইলা *(Eleutheronema tetradactylum)* মাছ জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং মুগিল মাছের *(Mugil cephalus)* অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে প্রজনন ঘটে থাকে। ভেটকি মাছের সর্বোচ্চ প্রজননকাল হচ্ছে মে মাস। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ গবেষণার ফলাফল থেকে সমুদ্রে বর্তমানে ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন সময়ের উপযোগিতা অধিকতর যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

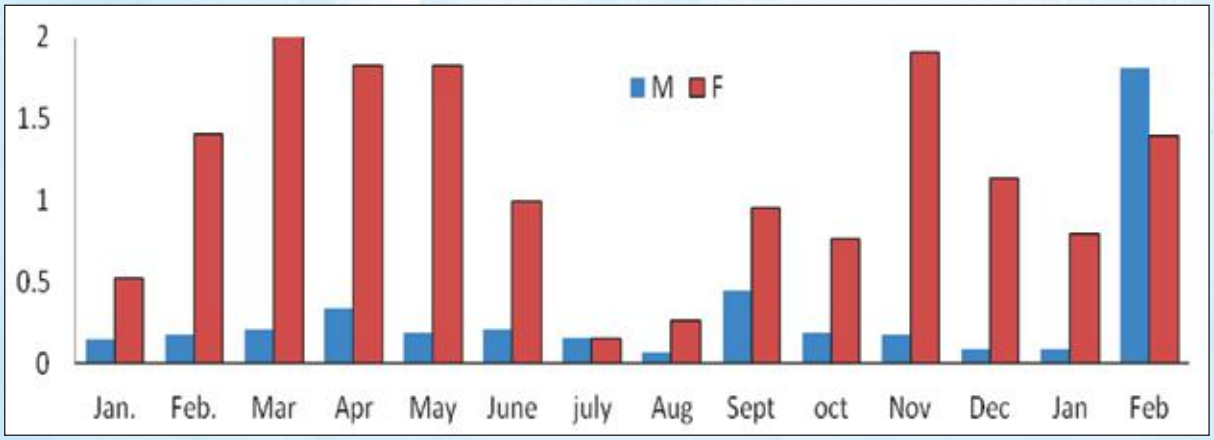

রূপচান্দা মাছের *GSI (Gonadosomatic Index)* মান।

ঝ. ভেটকি মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও প্রজনন সফলতা :

ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র হতে বঙ্গোপসাগরের কক্সবাজার-সোনাদিয়া উপকূল জুড়ে ২৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ভেটকি বা কোরাল *(Lates calcarifer)* ও তাইল্যা মাছের *(Leptomelanosoma indicum)* প্রজননক্ষেত্র হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে।

ভেটকি মাছ

গত বছরের মে মাস থেকে বর্তমান বছরের জুন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জো (গুণ) পরবর্তী ৩-৪ দিন মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেটকি ও তাইল্যা মাছের সঠিক এলাকা সনাক্ত করা হয়েছে। ভেটকি মাছের প্রজননকাল এপ্রিল থেকে শুরু হলেও সবচেয়ে বেশি ডিম দেয় মে মাসে। কক্সবাজারের সোনাদিয়া উপকূল হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ভেটকি মাছের ডিম ও স্পার্ম ষ্টিপিং এর মাধ্যমে অন বোর্ড নিষিক্ত করে নিষিক্ত ডিম হ্যাচারীতে এনে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছেন এবং উৎপাদিত পোনা বর্তমানে হ্যাচারীতে লালন করা হচ্ছে। সেইসাথে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহিত ভেটকি পোনা দ্বারা কক্সবাজার উপকূলে খাঁচায় ভেটকি মাছ চাষের গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে।

ঞ. ওয়েস্টার, ঝিনুক ও শামুকের পুষ্টিমান নির্ণয় :

আমাদের দেশে অনেক প্রজাতির মিঠাপানি ও সামুদ্রিক ঝিনুক-শামুক পাওয়া যায়। এরমধ্যে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ওয়েস্টার অন্যতম। ওয়েস্টারকে স্থানীয় ভাষায় 'কস্তুরা' বা 'কস্তুরী' বলা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রজাতির ওয়েস্টার সরাসরি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ওয়েস্টার ভক্ষণে অভ্যস্ত না হলেও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কাছে ওয়েস্টারের মাংসল অংশ সুস্বাদু খাবার হিসেবে বিবেচিত।

সামুদ্রিক ওয়েস্টার, শামুক ও ঝিনুক

ওয়েস্টার অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। এতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, খনিজ উপাদান ও ভিটামিন রয়েছে। এ ছাড়াও ওয়েস্টারে উচ্চমাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে যা হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক এবং নিম্ন রক্ত চাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। ওয়েস্টারে ২ প্রকার ফ্যাটি এসিড *(EPA, DHA)* শিশুদের মস্তিক গঠন ও বয়স্কদের বার্ধক্য প্রতিহত করে। আমাদের সাগর উপকূলে প্রাপ্য ওয়েস্টার (Saccostrea cuccullata) বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১০০ গ্রাম ওয়েস্টারে ক্যালসিয়াম ৭৮৭ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ৩১২ মিগ্রা., ম্যাগনেসিয়াম ২৫.৬ মিগ্রা., জিংক ১২০ মিগ্রা., কপার ৪.৫ মিগ্রা., ফসফরাস ৩৪৬ মিগ্রা. এবং ক্লোরিন ৯০৮ মিগ্রা. বিদ্যমান রয়েছে।

সারণি ১. *Saccostrea cuccullata* তে ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ

ফ্যাটি এসিড	পরিমাণ (%)	ফ্যাটি এসিড	পরিমাণ (%)
সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	৫১.২	আলফা লিনোলেনিক এসিড	২.৯
অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড	৪৮.৮	এরাকিডোনিক এসিড	৬.৩
মনোআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড	২২.২	ইকোসাপেন্টানয়িক এসিড (ESA)	৯.৬
পলিআনসেচুরেটেড ফ্যাটি এসিড	২৬.৬	ডোকোসাহেক্সানয়িক এসিড (DHA)	৫.৩
লিনোলিক এসিড	২.৩		

ভিটামিন : উল্লেখিত ওয়েস্টার এর ভিটামিন পরিমাপ করে দেখা যায় যে, এতে ভিটামিন ডি-৩, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি-৩, ভিটামিন বি -৫, ভিটামিন বি-৬ বিদ্যমান রয়েছে ।

সারণি ২. *Saccostrea cuccullata* তে ভিটামিনের পরিমাণ

ভিটামিন	পরিমাণ (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)
ভিটামিন ডি-৩	১২.৩৫
ভিটামিন ই	১৮৫.১৮
ভিটামিন বি-৩	অনুপস্থিত
ভিটামিন বি-৫	২০০.৪৩
ভিটামিন বি-৬	৬০.১৭

শামুক, ঝিনুক এবং ওয়েস্টার-এ উচ্চমাত্রায় পুষ্টিগুণ বিদ্যমান থাকায় এবং বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা থাকার কারণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে শামুক, ঝিনুক ও ওয়েস্টারের চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা শুরু করা হয়েছে ।

কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে বিএফআরআই কর্তৃক পরিচালিত ওয়েস্টার চাষ

ট. সেমিনার/কর্মশালা :

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর/জনপ্রিয়করণ, গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ইনস্টিটিউট থেকে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ১০টি সেমিনার/কর্মশালা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার/কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ দেশে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের টেকসই উনয়ন ব্যবস্থাপনা ও মুক্তাচাষ বিষয়ক কর্মশালা

ঠ. পুরস্কার/সম্মাননা :

গবেষণার মাধ্যমে দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এযাবৎ ১৪টি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউট মৎস্য খাতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা ২০১৯ লাভ করে। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ গত জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর জনাব ফজলে কবির এর নিকট থেকে সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন। সম্মাননা হিসেবে ৩ লক্ষ টাকা এবং গোল্ড মেডেল প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর জনাব ফজলে কবির এর নিকট থেকে মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা পুরস্কার ২০১৯ গ্রহণ করছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক

ড. প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর :

ইনস্টিটিউট হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তি ২টি হলো: ১. গুতুম মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল, এবং ২. উপকূলে সীউইড চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল। উপরোক্ত প্রযুক্তি ২টি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিএফআরআই উদ্ভাবিত সীউইড চাষ প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর

ঢ. প্রকাশনা :

ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মৎস্য চাষ ও প্রজনন বিষয়ক ৯টি লিফলেট, অপ্রচলিত মৎস্য সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল শীর্ষক ১টি প্রযুক্তি নির্দেশিকা, বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ জার্নাল, ফিশারিজ নিউজ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এক নজরে বিএফআরআই শীর্ষক ১টি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বিগত ১৯-০৬-২০১৯ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০১৯-২০ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ১৬-০৬-২০১৯ইং তারিখে ইনস্টিটিউটের সাথে এর অধীনস্থ ৫টি কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। তাছাড়া বিগত ২০১৮-১৯ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ইনস্টিটিউটের অর্জিত স্কোর ৯৬.০%।

৮. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goal-SDG) অর্জনে ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী গবেষণা চলমান রয়েছে। SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইনস্টিটিউটে বর্তমানে "চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ", "সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প", "বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন ও চাষ প্রকল্প" এবং "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ ও সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন, শামুক ও ঝিনুক এর প্রজনন, চাষ ব্যবস্থাপনা ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের-

মজুদ নির্ণয় ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সীউইড চাষ ও মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

ইনস্টিটিউটে ২০১৮-১৯ সালে প্রারম্ভিক জেরসহ ১২২টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২৪টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অনিষ্পন্ন ৯৮টি আপত্তির মধ্যে ৮টির ব্রডশীট জবাব অডিট দপ্তরে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৯০টি আপত্তির জবাব তৈরির কার্যক্রম বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অবস্থিত ইনস্টিটিউটের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১০. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ সালে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিবেচ্য সময়ে ০৯জন বিজ্ঞানী উচ্চ শিক্ষার (পিএইচডি) সুযোগ লাভ করেন। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের ৩২ জন বিজ্ঞানী স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইনস্টিটিউটের ICT সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, ইনোভেশন, ই-নথি, ই-টেন্ডার বিষয়ে ৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার উপর ৭৩৯ জন চাষী, উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১১. ইনোভেশন কার্যক্রম :

ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ইনোভেশন টিম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে উদ্ভাবক ও ইনোভেশন টিমের সদস্যদের স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ইনস্টিটিউটের বাস্তবায়নাধীন ইনোভেশন উদ্যোগগুলো হচ্ছে- ১. বিএফআরআই ইন কাপ্তাই লেক ইনফো ও ২. বিএফআরআই ই-ইলিশ নামক মোবাইল এ্যাপস। এছাড়া ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ কিছু সেবাকে (সিপিএফ, বেতনভাতা প্রদান ইত্যাদি) সহজীকরণ ও ই-সেবায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

১২. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম :

ইনস্টিটিউটের আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল নিয়োগ, কারিগরী সহায়তা নিশ্চিতকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাসমুহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আইসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে ৩০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়েব সাইট, অন-লাইন পিডিএস, ই-নথি সিষ্টেম ও ই-জিপি সেবার মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চা :

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৫ জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে "নৈতিকতা" কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিবেচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৪টি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণে ২০১৮-১৯ সালে ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানী ও একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১৪. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ এর আওতাধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রে ২০১৮-১৯ সালে কোন প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৫. উপসংহার :

মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করছে। জলবায়ুর পরিবর্তনসহ এ খাতের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইনস্টিটিউট নব নব গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। তাছাড়া, গবেষণা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, নতুন পদ সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা

www.blri.gov.bd

১. পটভূমি :

১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কর্মযাত্রা ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের একটি ইনস্টিটিউট হিসেবে বিএলআরআই এর ৯ নং আইনটি বিগত ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বলবৎ করা হয়। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণ, আয়বৃদ্ধি, প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রাণিজকৃষি উন্নয়নকে উপজীব্য করে স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উদ্ভাবিত নতুন চারটি প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৮৭ টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে এবং ৪ টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নিকট হস্তান্তর করেছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে হস্তান্তরিত প্রযুক্তিসমূহের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরীখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives) :

- উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- সম্ভাবনাময় দেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন;
- প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ গঠন;
- দারিদ্র্য বিমোচন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main functions) :

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যাগুলোর সমাধান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিসম্পদের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য, বাসস্থান এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

- দেশী ও বিদেশী জাতের ঘাস সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামারীদের মাঝে সিড ও কাটিং বিতরণ এবং ভেষজ স্বাস্থ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিজ প্রোডাক্ট তৈরী, সংরক্ষণ এবং মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও বাজারজাত সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
- খামারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমে প্রচার ও প্রসারে সহায়তাকরণ;
- প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন;
- জাতীয় প্রয়োজনে প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং দায়িত্ব পালন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure) :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ৮টি গবেষণা বিভাগ, একটি সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগ ও পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্র এর সমন্বয়ে গঠিত ।

ক . গবেষণা বিভাগ :

- প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ;
- বায়োটেকনোলজি বিভাগ;
- প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ;
- সিস্টেম রিসার্চ বিভাগ;
- প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি বিভাগ ।

খ. সাপোর্ট সার্ভিস :

- প্রশাসন শাখা;
- পরিবহন শাখা;
- নিরাপত্তা শাখা;
- প্রকৌশল শাখা;
- হিসাব শাখা;
- প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা;
- গ্রন্থাগার শাখা;
- স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা;
- গবেষণা খামার ।

গ. আঞ্চলিক কেন্দ্র :

- বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ;
- বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান;
- বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী;
- বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্র, সদর, যশোর;
- বিএলআরআই'র আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর ।

৭. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন/সাফল্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

৭.১. প্রযুক্তি উদ্ভাবন :

৭.১.১. দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা ল্যাম্ব (ভেড়ার মাংশ) উৎপাদন :

১ বছরের কম বয়সী হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার কচি মাংসকে ল্যাম্ব বলে । আবার ১ বছরের কম বয়সী ভেড়াকেও ল্যাম্ব বলা হয় । আমাদের দেশে বর্তমানে দেশি ভেড়ার যে কারকাস বিক্রি হয় তার গড় ওজন প্রায় ৮ কেজি । এই ৮ কেজি কারকাস উৎপাদনে ভেড়া গড়ে ১ বছর ৬ মাস সময় নেয় । গবেষণায় দেখা গেছে পরিমিত খাদ্য স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৬-৮ মাসেই এই ৮ কেজি কারকাস উৎপাদন সম্ভব এবং যার মাধ্যমে ভেড়া হতে উৎপাদিত মোট মাংসের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সম্ভব । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পালন করলে একটি ল্যাম্ব ৬ মাস বয়সে প্রায় ১৫ কেজি, ৯ মাসে ২০ কেজি ও ১২ মাসে ২৪ কেজি ওজন হয় । গবেষণায় দেখা গেছে দেশি ল্যাম্ব এর ওজন ৬ মাস পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এর পর ওজন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে খাদ্য রূপান্তর হারও (এফসিআর) বাড়ে। অর্থাৎ ছয় মাস বয়সে বাজারজাত/জবাই করলে বেশি লাভবান হওয়া যায় । তবে ৬-৯ মাস যে কোন বয়সেই জবাই করলে ল্যাম্ব উৎপাদন লাভজনক হয় । নিম্নের ছকে ৭-৯ মাস বয়সী ল্যাম্ব জবাইয়ের পর প্রাপ্ত মাংসের পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরণের প্রাইমাল কাটের (হোল সেল কাট) পরিমাণ দেয়া হলো ।

ড্রেসিং পারচেন্ট	৫০.৪৪
গলা (Neck)	৪.২৮
কাঁধ (Shoulder)	১৫.৪০
রেক (Rack)	৪.০৮
শেংক (Shank)	১.৯২
লয়েন (Loin)	৪.৬৬
ফ্ল্যাংক (Flanks)	৩.৫৩
লেগ চাম্প (Leg Chump)	১৩.৯৬
পা (Lig)	২.৬৪

বিএলআরআই এর গবেষণায় দেখা গেছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রতি কেজি উৎপাদনে ৩৪০-৬০ টাকা খরচ হয় । বর্তমানে মাংসের দাম কেজি প্রতি ৫৫০-৬০০ টাকা । ফলে প্রতি কেজি উৎপাদনের মাধ্যমে একজন খামারী ২১০-২৪০ টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারে । অতএব, দেশি ভেড়ার চেয়ে বাংলা ল্যাম্ব উৎপাদন লাভজনক যা দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

৭.১.২ নিরাপদ মাংস উৎপাদনে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি :

নিম্নমানের খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার কারণে খামারীরা মহিষ থেকে সর্বোচ্চ উপযোগিতা গ্রহণ করতে পারে না। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রথম শর্তই হচ্ছে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ। দেশী গরুর তুলনায় মহিষের দৈহিক আকার বড় (Body frame size)। বিদ্যমান মহিষ ষাঁড় ব্যবহারে দেশের মাংস উৎপাদন কয়েকগুন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মহিষ অধ্যুষিত উপকূলীয় হাওড়-বাওড়, পাহাড় এবং যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলের খামারীরা অতীতে কৃষিকাজে ষাঁড়/বলদ ব্যবহার করতেন। তা এখন হ্রাস পেয়েছে। উক্ত মহিষ ষাঁড়গুলো সহজেই হৃষ্টপুষ্ট করা যেতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হলে এদের হতে উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে নিতে সক্ষম। এর ফলে খামারীগণ লাভবান হবেন। উন্নত লালন-পালনের মাধ্যমে মহিষের নিরাপদ মাংস উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে। মহিষের মাংস সম্বন্ধে ভোক্তাদের ভুল ধারণা দুর করাও প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বর্তমান বাজার দরে মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য ঘাসের সাইলেজ বাবদ খরচ ২৪.০০-২৮.০০ টাকা, দানাদার খাদ্য মিশ্রণ বাবদ খরচ ৮৩.০০-৯৯.০০ টাকা এবং খাদ্য অপচয় বাবদ খরচ হয় ৩.০০- ৪.০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য মহিষের মোট খাদ্য বাবদ খরচ পড়ে ১১৪.০০-০১২৭.০০ টাকা। খাদ্যসহ অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে মাংসের বর্তমান বাজার মূল্যর উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতিতে ১০৫ দিন সময় পর্যন্ত একটি মহিষ হতে খামারী অনায়াসেই কমপক্ষে ১৩,০০০.০০-১৫,০০০.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারেন। উদ্ভাবিত মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ খাদ্য প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশে-১. মহিষ পালন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে, ২. নিরাপদ খাদ্য (মাংস) উৎপাদন/বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে, ৩. উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড়-বাওড় সহ মহিষ পালনকারী সকল অঞ্চলের খামারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, ৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ৫. বায়ুদূষণ হ্রাস করবে।

৭.১.৩. বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০ সাল হতে দেশের কিছু নির্বাচিত এলাকায় বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারীদের তাদের নিজ খামারে বায়োসিকিউরিটি উন্নত করার সাথে সাথে অন্য বাণিজ্যিক খামার এবং দেশী পারিবারিক ক্ষুদ্র খামারীদের সম্পৃক্ত করে কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল উদ্ভাবন করেছে। এই কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেলটি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগসহ পোল্ট্রির অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। একই সাথে প্রকল্প এলাকায় পোল্ট্রির উৎপাদন ৩০ থেকে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার ৭০ ভাগ কমানো সম্ভব হয়েছে।

কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেল এর মূল উপাদান:-

১. একটি গ্রাম বা অঞ্চল নির্বাচন করে কমিউনিটি ফোরাম তৈরী করা হবে। এই ফোরামে বাণিজ্যিক খামারে প্রতিনিধিসহ ক্ষুদ্র ও পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের প্রতিনিধি থাকবে।

২. বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি খামার গুলি কিছু সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এলাকা সেচ্ছাসেবক বা কর্মি তৈরী করবে।

৩. এলাকার সকল বাণিজ্যিক পোল্ট্রি এবং পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করা হবে।

৪. বাণিজ্যিক খামার গুলি নিজের খামারের ভিতরে বায়োসিকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণ (তালিকা অনুসারে) উপাদান গুলি প্রয়োগ করবে এবং নিজে নিজের খামারের মান যাচাই করবে।

৫. রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভ্যাক্সিন এর প্রাধান্য দিবে। সকল প্রধান প্রধান পোল্ট্রি রোগের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খামারের জন্য ভ্যাক্সিন সিডিউল প্রস্তুত করবে।

৬. এলাকার পারিবারিক পোল্ট্রির সংখ্যা নির্ণয় (সেচ্ছা সেবির মাধ্যমে) করে প্রধান প্রধান রোগ যেমন রাণীক্ষেত, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং পক্স রোগের টিকার ব্যবস্থা করবে।

৭. পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের ঘরগুলি বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য সম্মত করা হবে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে দেখা যায় এই অঞ্চলে পোল্ট্রির সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে বেশী। বিভিন্ন গবেষণায় পারিবারিক পোল্ট্রিকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ধারক এবং বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে দেশী পারিবারিক পোল্ট্রির সংক্রামক গুরুত্ব না দেয়ার সাথে সাথে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের দূর্বল বায়োসিকিউরিটির কারণে এ সকল খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ বিভিন্ন রোগের প্রার্দুভাব বেশী দেখা যায়। কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেলটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের রোগ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৭.১.৪. পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল :

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ২০১২ সনে প্রথম বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় খামারী পর্যায়ে প্রথম দেশীজাতের ভেড়ার বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতি খামারিকে ৫টি (১টি পুং ভেড়া ও ৪টি ভেড়ী) প্রদান করে ভেড়া পালনের কারিগরী পরামর্শ প্রদান করা হয়। ভেড়াগুলো পাহাড়ী লতা-পাতা ও গুল্ম জাতীয় খাবার খেয়ে অতি স্বল্পসময়ে পাহাড়ী অঞ্চলে খাপ খাইয়েছে এবং উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদনে ভাল ফলাফল দেখা গেছে। পাহাড়ী জনগণ দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামুলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে এবং তাদের অধিকাংশই বহু কষ্টে জীবন-যাপন করে। তাদের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমিত এবং জীবন যাত্রার মান নিম্নমানের। এ অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য পাহাড়ী এলাকার জনগণ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযুগী ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশীয় ভেড়া লালন-পালন করে সুখী ও সমৃদ্ধ এবং সাবলম্বী হতে পারে। বনভূমি সমেত এরূপ জায়গা ফসল উৎপাদনের চেয়ে চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার সহজ ও লাভজনক। তাই এরূপ জায়গায় চড়ে খাওয়ার জন্য ভেড়া একটি উৎকৃষ্ট প্রাণী। অন্যান্য ব্যবসার চেয়ে প্রাথমিক পুঁজি বা বিনিয়োগ যেমন কম তেমনি ভেড়ার লালন পালনের জন্য প্রতিদিনের খরচও কম। ভেড়ার খামার পরিচালনা, প্রতিদিনের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য বাড়ির ছেলে-মেয়ে এবং মহিলারাও এ কাজ সহজে সম্পাদন করতে পারে।

৭.২. প্রযুক্তি হস্তান্তর :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৪ টি প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরিত প্রযুক্তি ৪টি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

৭.২.১. ক্ষুরারোগ দমন মডেল :

ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিখুর বিশিষ্ট প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই এই রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঘাবাড়ি সংলগ্ন একটি গ্রাম আলোকদিয়ার এ ক্ষুরারোগ দমন মডেল তৈরী করা হয়। উক্ত মডেলটির আদলে বৃহৎ পরিসরে পাবনা এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। রোগতত্ত্ব অনুসন্ধানমূলক জরিপ, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক খামারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পের অর্থায়নে মানসম্পন্ন ক্ষুরারোগের টিকা সরবরাহ করার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ বিস্তারের জন্য দায়ী প্রত্যেকটি অনুষঙ্গকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ মডেল তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প থেকে উদ্ভাবিত কৌশলগত ক্ষুরারোগ দমন ব্যবস্থা মডেলটি এই রোগ দমনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

৭.২.২. বিএলআরআই উদ্ভাবিত দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত (এমসিটিসি) :

বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের ঝুকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার প্রথম দিকে। অন্যান্য প্রাণীকুলের তুলনায় পোল্ট্রি প্রজাতি পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পোল্ট্রি শিল্পের উপর দৃশ্যমান হওয়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করা জরুরী। সে বিবেচনায়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সম্প্রতি দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত "মাল্টি কালার টেবিল চিকেন (এমসিটিসি)" উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত মাংসল জাতের এ মুরগিগুলো একদিন বয়সে হালকা হলুদ থেকে হলুদাভ, কালো বা ধূসর রংয়ের এবং পরবর্তিতে দেশি মুরগির মতো মিশ্র রংয়ের (Multi-colors) হয়ে থাকে। গবেষণা খামার ও মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আট সপ্তাহে গড় দৈহিক ওজন ৯০০-১০০০ গ্রাম, মোট খাদ্য গ্রহন ২২০০-২৪০০ গ্রাম। এদের গড় মৃত্যুহার ১.৫-২.০%। এছাড়া ১০০০ টি এমসিটিসি জাতের মুরগির এক ব্যাচ লালন-পালন করে বাজার মূল্যভেদে ৪৫-৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়। এ জাতের ১০০০ টি মুরগি পালনের জন্য উত্তর-দক্ষিনমুখী করে ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্থের দোচালা ঘর নির্মাণ করতে হবে। রোগ বালাই হতে নিরাপত্তার লক্ষ্যে বয়সভেদে রানীক্ষেত ও গামবুরো রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। এমসিটিসি জাতের মুরগিগুলোর মাংসের স্বাদ ও পালকের রং দেশি মুরগির ন্যায় মিশ্র বলে খামারীগণ এর বাজার মূল্যও বাজারে প্রচলিত সোনালী বা অন্যান্য ককরেল মুরগির তুলনায় বেশি পায়। নতুন উদ্ভাবিত মাংসল জাতের এমসিটিসি মুরগি খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৭.২.৩. সাজনা গাছের চাষ পদ্ধতি এবং গো- খাদ্য হিসেবে সাজনা গাছের ব্যবহার :

আমাদের দেশে গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে আঁশ জাতীয় এবং খাদ্যশস্যের উচ্ছিষ্টাংশের প্রতি কেজিতে ৭.৭৪ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি ও ২.৩২% আমিষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম যা আমাদের কৃষকের শ্লোগান "একটি গাভী ও ষাড় থেকে অধিক দুধ ও মাংস মিলে" কে সাফল্যের দোড়গোড়ায় নিয়ে আসতে পারেনি। এই শ্লোগানকে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশকে দুধে-মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে অবশ্যই আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দিতে হবে, যা আমরা সাজনা গাছের মাধ্যমে প্রায় অনেকাংশেই পূরণ করতে পারি। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাজনা গাছ সাজনা খাওয়ার জন্য বাড়ির আশপাশ এবং রাস্তার পাশে লাগিয়ে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সাজনার উপর গবেষণা করে দেখেছে যে, বাংলাদেশে উদ্ভাবিত কালো সাজনা বীজের ১৬০০০০ চারা প্রতি হেক্টর জমিতে লাগালে এবং মাটি থেকে ৪০ সেমি উপরে বছরে ছয়(৬) বার কাটলে ৪০ টন শুকনা সজিনা খাদ্য পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এ খাদ্যে ১৭-১৮% আমিষ, ৯.৫ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি এবং ৭৪% পরিপাক যোগ্য জৈব্য পদার্থ থাকে, যার মাধ্যমে :

- বর্তমানে বাজারে ব্যবহৃত দানাদার খাদ্যের মোট খরচের ৪৫% টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব;
- গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় ৩৭৫-৪০০ গ্রাম মাংস বেশি উৎপাদন হয়;
- দুধের উৎপাদন ৩৫% বৃদ্ধিসহ দুধের ননির পরিমাণ ১% বৃদ্ধি পায়;
- সাজনা খাদ্যের মাধ্যমে Blood cholesterol প্রায় ৫০% কমে যায়;
- গরুর রোগ-ব্যাধি কম হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে হিটে আসে।

দেশে আপামর জনসাধারণের আমিষের চাহিদা মেটাতে, দারিদ্র্য বিমোচনে এমনকি গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উক্ত প্রযুক্তিটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭.২.৪. শস্য উপজাত ভিত্তিক প্রাণী খাদ্য হিসেবে টিএমআর প্রযুক্তি :

শস্য-উপজাত ও দানাদার খাদ্যের ঘণীভূত সংমিশ্রণে গঠিত পরিপূর্ণ সুষম খাদ্য অর্থাৎ টি.এম.আর (টোটাল মিক্সড রেশন) এমন একটি নতুন ধারনা যা গবাদি প্রাণীর সকল পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। টি.এম.আর দানাদার এবং আঁশজাতীয় খাদ্যের সমন্বয়ে গঠিত যা প্রাণীকে ২৪ ঘন্টাই সরবরাহ করা যায়। ফলে অন্য কোন বাড়তি খাবার দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এতে প্রাণীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল পুষ্টি উপাদানই (মাইক্রো ও ম্যাক্রো) সুষম আকারে সন্নিবেশিত থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে গাভীর দুধ উৎপাদন ১২-১৫% এবং দুধে ননীর পরিমাণ ৭-১০% বৃদ্ধি পায়। বাড়ন্ত দেশি ষাঁড় বাছুরের দৈনিক মাংশ বৃদ্ধি যেখানে ৪০০-৫০০ গ্রাম, সেখানে টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে তার দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধি হয় ৮৫০-৯০০ গ্রাম। এছাড়াও গাভীর আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে টি.এম.আর. এর বি.সি.আর ১.৩৮, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ১.৩৮ টাকা (মুনাফা শতকরা ৩৮ ভাগ) এবং মোটাতাজাকরনের ক্ষেত্রে বি.সি.আর ২.৪, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ২.৪০ টাকা। টি.এম.আর. খাদ্য প্রযুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ শস্য-উপজাতের অপচয় রোধ করে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এর পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে গবাদি প্রাণীর বিশাল খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক।

৭.৩. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবা :

সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অত্র ইনস্টিটিউট নাগরিকদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাথমিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মোট ১২০৮ জন খামারীকে প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৮-১৯ এ ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ২০টি কার্যক্রমের বিপরীতে ১৫ টি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং ১০০% অগ্রগতি হয়েছে। আবশ্যিক কৌশলগত দিকসমূহের ক্ষেত্রে অর্জন ৮৭.২% এবং মোট অর্জন ৯৭% হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২ টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪ টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অত্র ইনস্টিটিউটের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন, উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরকরণ এবং বিদ্যমান দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৯-২০) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৯. SDGs অর্জনের অগ্রগতি :

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় চলমান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিরোনাম ও সম্ভাব্য বাজেট এবং ২০২১-২০৩০ খ্রিঃ মেয়াদকালের প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের আওতায় ৬টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান অডিট আপত্তির মধ্যে ১১ টি আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৭০৫ জন খামারী/উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে ২৫৭ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে ৩ টি পৃথক প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২২/০৫/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সম্মেলন কক্ষে "রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান গবেষণা কর্মসূচি এবং খামারী পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম জোরদারকরণে করণীয় বিষয়ে দিনব্যাপি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও খামারী/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। গত ৬/২/২০১৯ খ্রি: বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত "Experience Sharing on Research Achievement of Scavenging (Deshi) Poultry Conservation and Development Project" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, উপস্থিত ছিলেন।

"রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ" (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের কর্মশালা

সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ হীরেশ রঞ্জন ভৌমিক, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণকর্মীসহ প্রায় ১৫০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

"Experience Sharing on Research Achievement of Scavenging (Deshi) Poultry Conservation and Development Project" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়গণের বক্তব্য প্রদান

১২. ইনোভেশন কার্যক্রম :

উদ্ভাবনী আইডিয়া :

বিএলআরআই বর্তমানে ০৮ টি আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে তম্মধ্যে "বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপস" উদ্ভাবনী আইডিয়াটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে, ২ টি আইডিয়া (খামার বাণিজ্যের এ টু জেড ও বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার) পাইলটিং এর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে; ৫টি আইডিয়া (১. বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী, ২. দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে Mastitis/ওলানফোলা রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল, ৩. ল্যাব সেবা সহজীকরণ, ৪. পোল্ট্রি প্রযুক্তি সেবা প্রদানে ওয়ানস্টপ সার্ভিস, ৫. পরামর্শ ও উপকরণ বিতরণ সেবা) প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

কর্মশালা/প্রশিক্ষণ :

গত ৩০-৩১ মার্চ, ২০১৯ বিএলআরআই বিজ্ঞানীদের ইনোভেশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়; গত ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই এর সকল বিজ্ঞানী ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একটি "ইনোভেশন ওরিয়েন্টেশন" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চীফ ইনোভেশন অফিসার (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া অত্র ইনস্টিটিউটের ০১ জন ইনোভেশন সদস্য ও ০২ জন উদ্ভাবক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা সফর ও নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম :

গত ০৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ অত্র ইনস্টিটিউটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। গত ১৪-১৭ মার্চ, ২০১৯ বিএলআরআই এর ৩ জন ইনোভেটর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি চট্টগ্রাম এ শিক্ষা সফর করেন।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ১১ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই ইনোভেশন টিম মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাট গ্রামে বাস্তবায়নাধীন "বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল অ্যাপস" ক্ষুদ্র প্রকল্পটির অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

ইনোভেশন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রণালয়ের চীফ ইনোভেশন অফিসার

১৩) আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম :

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন এর আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:-

বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপস :

ফিড মাস্টার মোবাইল এ্যাপস ব্যাবহার করে দেশের খামারিগণ এ্যানড্রোয়েড মোবাইল ব্যাবহার করে ঘরে বসেই গরু ও মহিষের ওজন নির্ণয়, সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং গবাদি প্রাণীর ভ্যাকসিন প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারবেন।

বিএলআরআই ফিড মাস্টার ওয়েব ভার্সন চালু করণ :

www.blri.gov.bd এই পোর্টালে গিয়ে খামারি/ উদ্যোক্তাগন ফিড মাস্টার ওয়েব ভার্সন ব্যবহার করে গরু ও মহিষের ওজন নির্ণয়, সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং গবাদি প্রাণীর ভ্যাকসিন প্রদানের সঠিক সময় নির্ধারণ করার সাথে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য এর রিপোর্ট প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে পারবেন। খামারগুরু নামে একটি মোবাইল এ্যাপস চালু করা হয়েছে, এতে খামারিগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে গবাদি প্রাণী পালন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া ব্রিডিং ম্যানেজার নামে আরো একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এই এ্যাপস ব্যবহার করে খামারিগণ গবাদিপ্রাণির বাচ্চা প্রসবের সময় ও দিনক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরী :

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের একসেস সুযোগ রয়েছে।

অনলাইনে বিজ্ঞানীদের গবেষণার নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary) জমাদান :

বিজ্ঞানীরা গবেষণার নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) ব্যবহার করে অনলাইনে জমা দিচ্ছেন।

ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করণ :

Bangladesh Research and Education Network (BdREN) এর সহযোগীতায় বিএলআরআই এ অত্যাধুনিক ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই হতে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নলেজ শেয়ারিং ও যোগাযোগ সহজ হয়েছে।

এসএমএস গেটওয়ে চালু :

বিভিন্ন সভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষনিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেজড এসএমএস প্রেরণ ব্যাবস্থা চালু করা হয়েছে ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার ও সময় ব্যয় রোধ করা হয়েছে।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) :

অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোনের মাধ্যমে বিএলআরআই এর সকল অফিস বিল্ডিং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) কানেকটিভিটির আওতায় সংযুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে বিএলআরআই এর সকল গবেষক এবং কর্মকর্তাগণের কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করছে।

ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবা :

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রধানের লক্ষে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ৫০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ৩০ এমবিপিএস ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ই-যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়াও ওয়াইফাই জোন তৈরী করে বিভিন্ন মোবাইল ডিভাইজ যেমন-স্মার্ট ফোন, ট্যাবলেট পিসি, ট্যাব ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে ই-কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রমকে তরান্বিত করা হয়েছে।

আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন :

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন HP Server, Cisco Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়মূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন গ্রেডের ৪ জন কর্মচারিকে প্রণোদনামূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলণ ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৬. উপসংহার :

মান সম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও অত্র ইনস্টিটিউট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও বর্তমান সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

বাঃ মঃ উঃ কঃ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc-gov.org

১. ভূমিকা (Introduction) :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সনে "ইস্ট পাকিস্তান ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে ২২ নং আইনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" এ রূপান্তরিত হয়। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ ১৫টি ইউনিট দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২. রূপকল্প (Vision) :

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) :

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সনের আইন অনুসারে) :

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর ।

৫. প্রধান কার্যাবলী :

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্যট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩১ জন জনবলের সংস্থান আছে । তন্মধ্যে ২৮৩ জন জনবল কর্মরত আছে এবং ৪৪৮টি পদ শূণ্য আছে । শূণ্য পদের বিপরীতে ৭২ জন জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে । এছাড়া চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ডকইয়ার্ডে মৎস্যট্রলার নির্মাণ/মেরামত ও কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে প্রায় ১২০ জন শ্রমিক/জনবল নিয়োজিত আছে ।

৭. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা :

ক. কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন (Fish production in Kaptai Lake) :

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল থেকে কাপ্তাই লেকে স্বাদুপানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে । কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মাছের প্রায় ৭০ ভাগ কর্পোরেশনের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ লেক এলাকার স্থানীয় বাজারে অবতরণ হয়ে থাকে । কাপ্তাই লেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উৎপাদিত মাছের মধ্যে কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে

কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ

১০,৫৭৮ মে.টন এবং স্থানীয় বাজারসমূহে প্রায় ৩১৭৩ মে.টন মাছ অবতরণ করা হয়। জনস্বার্থে স্থানীয় বাজারে অবতরণকৃত মাছের উপর কোন রাজস্ব আদায় করা হয় না। অবতরণকৃত মাছের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কাপ্তাই লেকে প্রায় ১৩,৭৫১ মে.টন মাছ উৎপাদন হয়।

খ. কাপ্তাই লেকে মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ (Fingerling Release in Kaptai Lake) :

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রতি বৎসর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কাপ্তাই লেকে অধিক হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব হ্যাচারির মাধ্যমে মাছের পোনা উৎপাদন করত: তা কাপ্তাই লেকে অবমুক্ত করা হয়। এ বছরে কাপ্তাই লেকে ২৯ টন পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে পোনা অবমুক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিএফডিসি'র চেয়ারম্যন
কাপ্তাই লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন

গ. মৎস্য অবতরণ (Fish landing) :

দেশের সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য উপকূলীয় কক্সবাজার, খুলনা ও বরগুনা জেলার ৩টি, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি এবং নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ১টি অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। সামুদ্রিক ও মিঠা পানির এসব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৬,১৭৮ টন মৎস্য অবতরণ করা হয়।

কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ শেডে সামুদ্রিক মৎস্য অবতরণ

রাঙ্গামাটি অবতরণ কেন্দ্রে কাপ্তাই লেকের বোয়াল

ঘ. মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ (Fish Processing) :

বিএফডিসি'র চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সামুদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্পোরেশনের উল্লিখিত ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৭৩,৫৫৬ টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

ঙ. বরফ উৎপাদন (Ice Production) :

বিএফডিসি'র সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির ৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অবতরণকৃত মাছ সংরক্ষণের নিমিত্তে বরফ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশনের বরফকলসমূহে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৪,২৭০ টন বরফ উৎপাদন করা হয়। চলতি অর্থ বছরে উপকূল ও হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য আরও ৭টি বরফকল নির্মাণ করা হচ্ছে।

চ. ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় (Formalin-free fish sale in Dhaka city) :

ঢাকা শহরে বসবাসকারী জনসাধারণের মাঝে মাছের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০০ মে.টন ফরমালিনমুক্ত মাছ ভ্রাম্যমান বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ঢাকা শহরের কর্মজীবী মহিলাদের ব্যস্ততা বিবেচনায় কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ৩টি ফ্রিজারভ্যান ক্রয় করা হয়েছে।

Dressed Fish বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ফ্রিজার ভ্যান

ছ. বাজেট বরাদ্দ (Budget Allocation) :

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২৫৯৫ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৭৯ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের ভিত্তিতে এই বাজেট বরাদ্ধ করা হয়।

জ. ফিশিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণ (Repair and construction of fishing trawlers) :

সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত/নির্মাণ সুবিধাদিসহ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহ মেরামত ও নির্মাণের সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি: তারিখে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত 'মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট' এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
কর্পোরেশনের চট্টগ্রামস্থ মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে
ডকইয়ার্ড ইউনিটের শুভ উদ্বোধন করেন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
এবং সচিব মহোদয় মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে
ডকইয়ার্ড পরিদর্শন করেন

মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে জাহাজ মেরামত কার্যক্রম

এতে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টিসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। বাগেরহাট জেলার মংলাস্থ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্রে ফিশিং ট্রলার মেরামত ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরও একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঝ.ট্রলার বহর (Trawler Fleet) :

১৯৭২ সনে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে দেয়া ১০টি সমুদ্রগামী ট্রলারের সাহায্যে মূলত: কর্পোরেশন সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ত্বরান্বিত করে। কর্পোরেশনের ট্রলার বহরে বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্যট্রলার রয়েছে। বর্তমানে ট্রলারসমূহ দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।

এফ.ভি. রূপচান্দা মৎস্যট্রলার

ঞ. ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য উৎপাদন (Value-added fish Production) :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কর্পোরেশনের সহায়তায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসাপ হ্যালদি ফুডস, এশিয়ান সি ফুডস লিঃ, ভার্গো ফিশ এন্ড এগ্রো প্রসেস লিঃ, বাংলাদেশ আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ, মাসুদ ফিশ প্রসেসিং লিঃ, নি হাও ফিশ প্রসেসিং, লকপুর গ্রুপ লিঃ, মেসার্স এম এম এন্টারপ্রাইজ, সেভেন ওশান ফিশ প্রসেসিং লিঃ, গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন, বিডি সি ফুড লিঃ, সেফ এন্ড ফ্রেশ ফুডস লিঃ, জেমিনি সি ফুডস লিঃ, কুলিয়ার চর সি ফুড লিঃ, এপেক্স ফুডস লিঃ, আর্ক সি ফুডস লিঃ, স্টার সি ফুড লিঃ, সেন্ট মার্টিন সি ফুডস লিঃ, মেঘনা সি ফুডস লিঃ ও মিনহার সি ফুডস লিঃ কর্তৃক কুটা মাছ বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। যা দেশের প্রায় সকল সুপার শপে পাওয়া যাচ্ছে।

কর্পোরেশনের সহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত
Value Added মৎস্য পণ্য প্রদর্শনী
(স্থান: কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়)

২. উন্নয়ন প্রকল্প (Development Project) :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের POST HARVEST LOSS রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

ক. হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

হাওর হতে আহরিত মাছ অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জের ভৈরব, নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাটে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ খ্রি ঃ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

খ. দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প :

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত মাছের Post Harvest Loss কমিয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় পটুয়াখালী জেলার মহিপুর ও আলীপুর, পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট ও লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

আলীপুর কেন্দ্রে নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

এ প্রকল্পের আওতায় ৪টি স্থানেই মাছ প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিতব্য বর্ণিত ৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলিপুর কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় ৮০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। একইসাথে পাড়েরহাট ও রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় ৫০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত উন্নয়ন প্রকল্প ২টি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৪৩.০০ (তেতাল্লিশ) কোটি টাকা কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯,০০০ (নয় হাজার) লোকের কর্মসংস্থান হবে।

গ. আধুনিক শুটকি মহাল (Modern Shotki Mahal) :

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর অধীন কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল এলাকায় মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসনের জন্য দেশের বৃহত্তম একটি 'আধুনিক শুটকি মহাল' স্থাপনের কাজ এ কর্পোরেশন বাস্তবায়ন করছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৭০.৬৫ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ১৯/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৯. সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

ক. সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আহরিত দেশি ও সামুদ্রিক মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে বিএফডিসি'র চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দেশের ৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন এর আওতায় নিম্নোক্ত ৪টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মৎস্য অবতরণের আধুনিক সুবিধাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

১। মহিপুর, পটুয়াখালী;
২। আলীপুর, পটুয়াখালী;
৩। পাড়েরহাট, পিরোজপুর;
৪। রামগতি, লক্ষ্মীপুর।

এ প্রকল্পের আওতাধীন মহিপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য হিমাগার এবং লক্ষ্মীপুরে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বরফকল স্থাপন করা হবে। এছাড়া আলীপুর ও পাড়ের হাটে অবতরণকৃত মাছ বরফজাতকরণ, বিপণন ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা থাকবে। এ প্রকল্পের অধীন নির্মিতব্য বর্নিত ০৪ (চার) টি কেন্দ্রেরই জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমসহ ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আলীপুর কেন্দ্রের অধীগ্রহণকৃত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের কাজও প্রায় শেষ। পাড়েরহাট ও রামগতি কেন্দ্রের অবকাঠামো কাজ অর্ধেক সম্পন্ন হয়েছে।

খ. হাওর হতে আহরিত মাছ সংরক্ষণের জন্য হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত ০৩টি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

১। ভৈরব, কিশোরগঞ্জ;
২। মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা;
৩। ওয়েজখালী ঘাট, সুনামগঞ্জ।

এ প্রকল্পের অধীন মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। বিগত ০২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি: তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এছাড়া সুনামগঞ্জ ও ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণের কাজ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। উভয় কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, চলতি অর্থবছরে নির্মাণ ও পূর্তকাজ সমাপ্ত হবে।

১০. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের হালনাগাদকরণ অফিসিয়াল কার্যক্রমগুলো আইসিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও সকল টেন্ডার নোটিশ, চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি, চাকুরীর আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কর্পোরেশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত সিপিটিইউ এর লাইভ সার্ভারের সাথে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সংযুক্ত আছে। কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল কেন্দ্রের ই-মেইল ঠিকানাও খোলা হয়েছে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত চিঠি লেনদেন কার্যক্রম চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্যাদি আদান/প্রদানের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়।

১১. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

কর্মকর্তা/কমচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই লেক এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর লেকে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া জেলেদের মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণের নিমিত্তে ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে এবং দেশের হাওর অঞ্চলে ৩টি স্থানসহ মোট ০৭টি স্থানে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এতে জেলেরা তাদের মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে।

১৩. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

অত্র কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ১৪টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

১৪. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ-প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ০৯/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখ কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) চালু আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৭. উপসংহার :

সময়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্পোরেশন অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবী। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন প্রভৃতি কর্পোরেশনের ন্যায় এ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে সরকারি আর্থিক সহায়তা বা থোক বরাদ্দ প্রদান করা হলে মৎস্য খাতে কর্পোরেশনের সেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

www.mfa-mofl.org

১.ভূমিকা :

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজের অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে ডুবে থাকা যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত জাহাজ এবং পোতা মাইন অপসারণ করে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের নির্ধারিত কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্ত অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি ট্রলার প্রদান করে। ভবিষ্যতে যাতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদের জরিপ আহরণ করা যায় সে উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার কর্তৃক রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগিতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এ একাডেমি হতে পাশ করা ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সেক্টরের পাশাপাশি দেশে-বিদেশে নৌ বাণিজ্যিক সেক্টর ও সংশিষ্ট অন্যান্য সেক্টরে প্রসারিত হয়েছে।

৩৭তম ব্যাচের ক্যাডেটদের গ্রাজুয়েশন প্যারেড-২০১৮ অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি কর্তৃক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ।

২. রূপকল্প :

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. অভিলক্ষ্য :

দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, নৌ বাণিজ্য, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের জন্য স্নাতক পর্যায়ের প্রফেশনাল শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি :

প্রতি শিক্ষা বর্ষে ৯০ জন দেশী এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১০ জন বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করা, অনুমোদিত সিলেবাস, দৈনিক ক্লাশরুটিন ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; নিয়মিত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা; সমুদ্র প্রশিক্ষণ প্রিপারেটরী পরীক্ষা ও চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা, ফলাফল প্রকাশ করা।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো :

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন গ্রেড
ক.	অধ্যক্ষ	১	৪
খ.	ঊর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	২	৫
গ.	ইন্সট্রাক্টর	৫	৬
ঘ.	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৫	৯
ঙ.	মেডিকেল অফিসার-কাম-ইন্সট্রাক্টর	১	৯
চ.	এডুকেশন অফিসার	২	৯
ছ.	ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১	১০
জ.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১১
ঝ.	ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১	১১
ঞ.	অন্যান্য কর্মচারী	৪৪	১৩-২০
	মোট	৬৩	-

৭. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য সমূহ :

ক. মানবসম্পদ উন্নয়ন :

বিভাগ	সংখ্যা	মোট
বিএসসি (পাস) নটিক্যাল (দক্ষ নেভিগেটর)	২৯ জন	৭০ জন
বিএসসি (পাস) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (দক্ষ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার)	২৮ জন	
বিএসসি (পাস) মেরিন ফিশারিজ (দক্ষ ফিশারিজ টেকনোলজিষ্ট)	১৩ জন	

খ. বাজেট বাস্তবায়ন :

ধরন	বরাদ্ধ	ব্যয়
অনুন্নয়ন বাজেট	৮০৫.০০ লক্ষ টাকা	৭১১.৫৪ লক্ষ টাকা
উন্নয়ন বাজেট	নাই	নাই

গ. সরকারী কোষাগারে জমাকৃত রাজস্ব আয় :

ধরন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নন-টেক্স রেভিনিউ	৪৬.০০ লক্ষ টাকা	৩৮.২৩ লক্ষ টাকা

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বাস্তবায়ন :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদিত এ একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। গত অর্থ বছরে একাডেমির অর্জিত স্কোর সন্তোষজনক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অন্যদিকে ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তদানুযায়ী বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

মেরিন ফিমারিজ একাডেমীর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

৯. আই,সি,টি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম :

একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬১ ওয়ার্কস্টেশন সম্বলিত আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দাপ্তরিক এবং ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (www.mfacademy.gov.bd)। ই-নথি ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং যাবতীয় ক্রয় ও সেবা কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

১০. ইনোভিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ক. ই-ভর্তি প্রক্রিয়ার পাইলটিং এর জন্য ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ এর ব্যবহার চালু করা হয়েছে।

খ. ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডাটাবেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

SDG ক্রমিক 14 Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একাডেমির ব্যাপক অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল লাইন এবং ১ লক্ষ বর্গ.কি. এরও বেশি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আচ্ছাদিত সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারীজ একাডেমী একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরন এবং টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হয়। SDG আওতায় একাডেমিতে "আধুনিক সিমুলেটর বেইজড শিক্ষা অবকাঠামো স্থাপন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

১২. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো :

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
১৯	২৬৭.৯৯ লক্ষ	৬	২৮.৭২ লক্ষ	১৩	২৩৯.২৭ লক্ষ

১৩. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ একাডেমিতে নিম্নের উল্লেখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন:

বিবরণ	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১০	১৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৪	৫

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথারীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করেছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনের করিডোরে নির্ধারিত স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপনসহ একাডেমির ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) সেবা বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ একাডেমিতে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৬. উপসংহার :

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে দেশের একমাত্র পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ দেশীয় গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ/ট্রলারসমূহ এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নিয়োজিত থেকে মৎস্য সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাছাড়া একাডেমি হতে পাশ করা শিক্ষার্থীগণ বিদেশি ফিশিং জাহাজ ও নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে দক্ষতার সাথে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সম্প্রতি এ একাডেমিকে একটি অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে এ একাডেমি হতে পাশকৃত নটিক্যাল ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের নৌ বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সীম্যান বুক/সিডিসি ইস্যুর বিষয়ে দীর্ঘ দিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

www. bvc-bd.org

ক. ভূমিকা :

ভেটেরিনারি পেশা ও শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (Statutory Body)। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এই কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরী সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানা পেশায় নিয়োজিত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছে যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

খ. রূপকল্প (Vision) :

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

গ. অভিলক্ষ্য (Mission :

ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যথাযথ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ভেটেরিনারি পেশাজীবী তৈরীতে সক্রিয় সহায়তা করা।

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objective) :

- প্রাণি চিকিৎসকদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- পেশাগত শৃংখলা রক্ষা করা;
- ইথিক্যাল মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

ঙ. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions) :

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ণ, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান; বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।

চ. সাংগঠনিক কাঠামো :

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

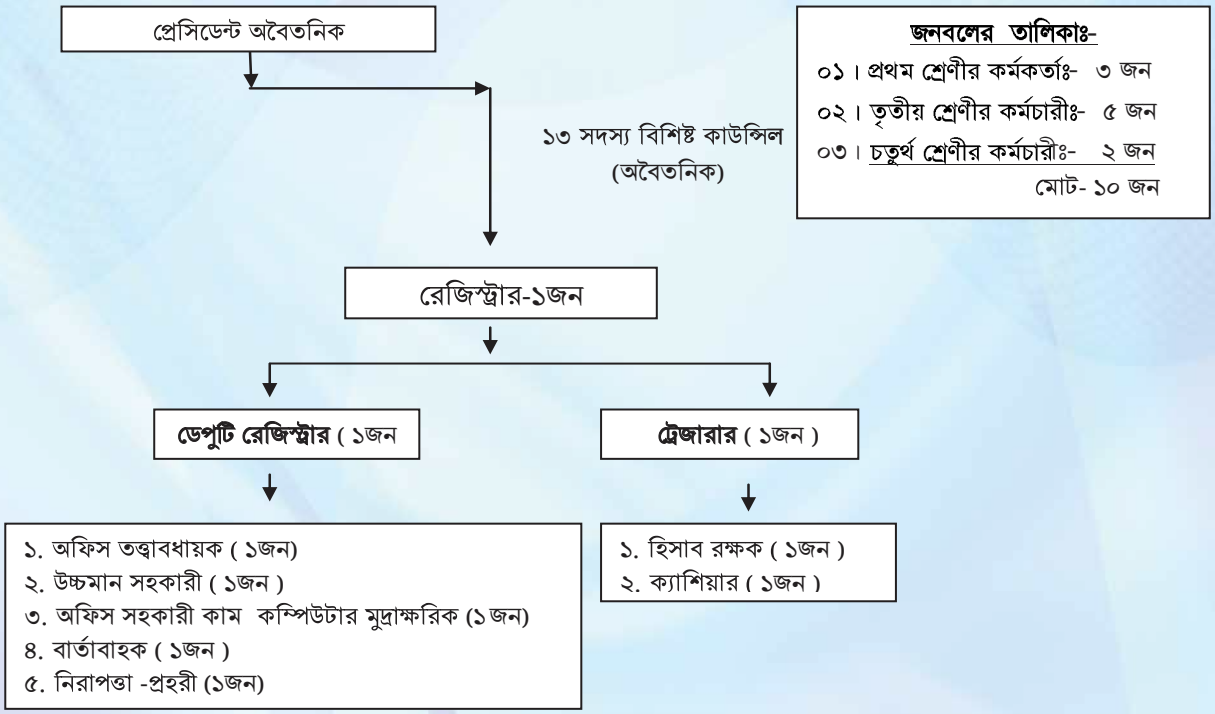

ছ. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ :

১. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান :

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পেশাগত কাজ করতে পারেন না বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করতে পারেন না। তাই দক্ষ পেশাজীবিদের ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৪৯৩ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পি আই সি) প্রদান :

তৃণমুল পর্যায়ের খামারীরা যাতে প্রতারিত না হয় এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের কাছ থেকে মান সম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৫০২ জন পেশাজীবি ভেটেরিনারিয়ানদের পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়।

৩. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভি ই আই) পরিদর্শন :

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, খামার ও টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরজমিনে পরিদর্শন করে থাকে। অত্র দপ্তর বিগত অর্থ বছরে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। উক্ত পরিদর্শন কার্যক্রম ৫ সদস্য বিশিষ্ট ২টি পরিদর্শক দল পরিচালনা করে। উভয় পরিদর্শক দলে ১ জন করে আন্তর্জাতিক পরিদর্শক ও ৪ জন দেশী পরিদর্শক ছিলেন। প্রতিটি পরিদর্শক দলের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন সিনিয়র প্রফেসর।

৪. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পি সি) পরিদর্শন :

ভেটেরিনারিয়ানরা প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছে ও পেশাগত নৈতিক মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর উল্লিখিত সময়ে ১৫ টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

৫. ভবন নির্মাণ প্রকল্প :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কারণে দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১৫১৬.৭৯ লক্ষ টাকার ১০তলা ভিতের উপর ৫ম তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরী, মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান,ডাইনিং হল ও ডরমেটরীর ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখার অধীনে শক্তিশালী ডাটাবেজ যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় জেলা ও উপজেলা, প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে।

৬. কর্মশালা :

বিগত বছরে-

ক. ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ১৫৫ জন পেশাজীবি প্রশিক্ষণে এবং ৩০৬ জন পেশাজীবি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

খ. দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

৭. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ :

বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাউন্সিল রেজিষ্ট্রার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫০০০ ডাক্তারের ডাটাবেজ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলে নতুন ডাক্তারগণ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানের ডাক্তারগণ তাঁদের যে কোন তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারী এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাংখিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৮. নারী শিক্ষার প্রসার :

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

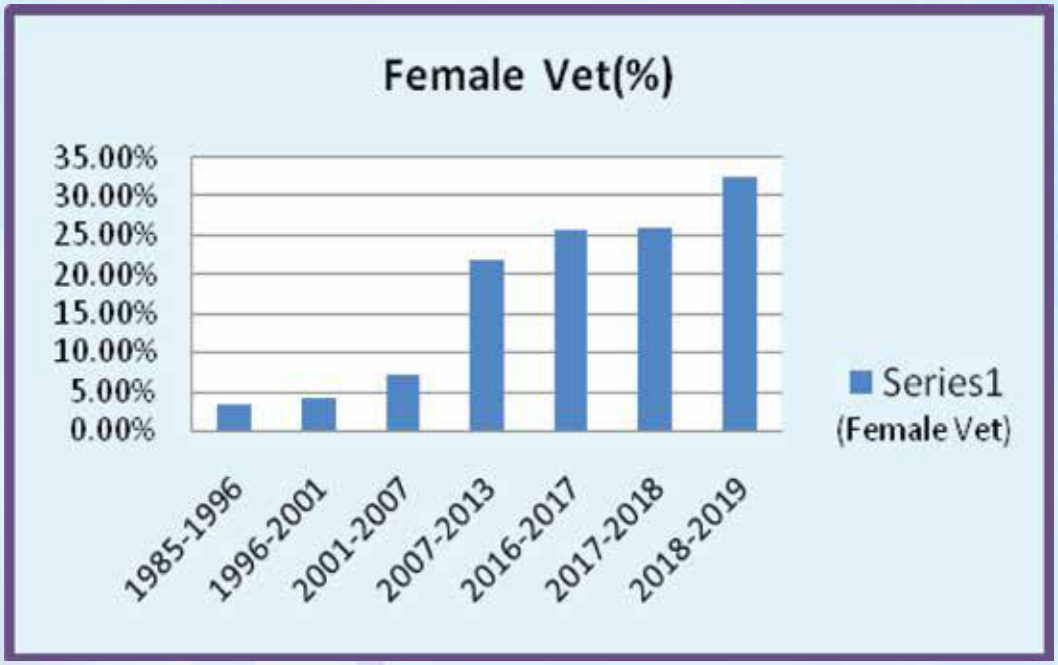

নারী ভেটেরিনারিয়ানদের বর্ষ ভিত্তিক শতকরা হার

কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত নারী ভেটেরিনারিয়ানদের সংখ্যা ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% ,২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২% জানুয়ারী ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ সালে ২৫.৭৭% এবং ২০১৭-২০১৮ সালে ২৬.০৪% । উল্লেখিত বছরে ১৬০জন নারী ভেটেরিনারিয়ান ডিগ্রী অর্জন করেন (৩২.৪৫%) । যা অন্য বছরের তুলনায় ৬.৪১ বেশী ।

৯. নারীর ক্ষমতায়ন :

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছে । তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, টিকা দান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে । ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে ।

কোরবানির হাটে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন একজন নারী ভেটেরিনারিয়ান

১০. ভেটেরিনারি শিক্ষার মানদন্ড প্রকাশ :

এদেশে ভেটেরিনারি শিক্ষায় সমতা আনয়নের জন্য আন্তর্জাতিক মানের মানদন্ড (BVC Standard for Veterinary Education) প্রণয়ন করা হয়েছে । ঐ মানদন্ডে ৬৮-৭০% কোর ভেটেরিনারি বিষয় অন্তর্ভুক্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । তাছাড়া এ্যাকুয়াটিক ভেটেরিনারি মেডিসিন, নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য ও বণ্যপ্রাণির স্বাস্থ্য সেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । BVC Standard for Veterinary Education এর এক হাজার কপি ছাপিয়ে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে ।

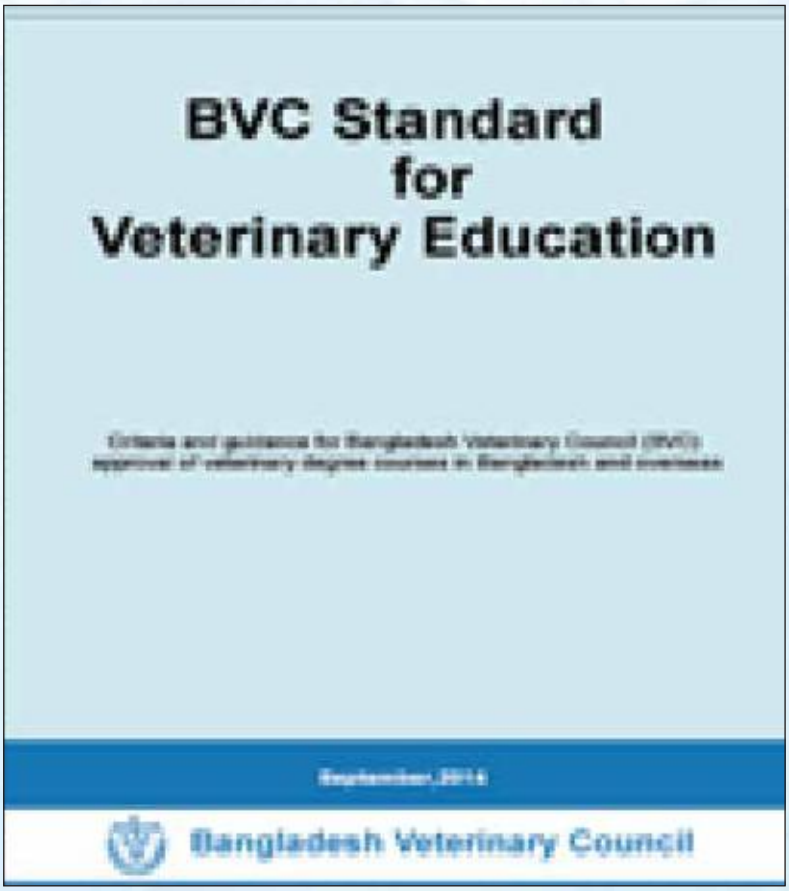

জ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৪র্থ বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষর করেছে এবং গত ১৯/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, রেজিস্ট্রার বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল-এর মধ্যে এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরের মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

ঝ. সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম :

দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্নাতক পর্যায়ের কোর্স ক্যারিকুলাম এনিমেল প্রোডাকশন কোর্সের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, বরং বৃহৎ জনগোষ্টির নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য "Food Safety ও Public Health" এর বিষয় সমূহের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

ঞ. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

অত্র দপ্তরের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তাকে কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। e-tendering কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং e-filing কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ট. ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম :

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে। যেমনঃ প্রাণিচিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, Online এ Recommendation letter প্রাপ্তি এবং নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা। একটি Apps তৈরী করা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে। আরও ২টি Apps তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে, যার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে সেবা পাবেন।

ঠ. SDG অর্জনের অগ্রগতি :

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG-এর Goal এবং Target ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমুহকে বিবেচনায় নিয়ে খসড়া Action plan প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ড. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ : গত ৩১-১২২০১৮ইং তারিখ অনুযায়ী তথ্য :

মন্ত্রণালয়/দপ্তর /অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (বিভিসি)	১৮	১১	০৭	-	-	

ঢ. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ :

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ণ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ :

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত এক ঘন্টা ব্যাপী ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করার জন্য কাউন্সিল সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ত. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা :

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

থ. উপসংহার :

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবি ও শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বিগত বছরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ পেশা ও শিক্ষার মান আরো উন্নত করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন অর্জন ও সাফল্য, গবেষণালব্ধ নানাবিধ প্রযুক্তি খামারী ও জনসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ক্রমবর্ধমান ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল খাত হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের উপর বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় সাম্প্রতিককালে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপক হারে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুষ্টির অভাব দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিরলস প্রচেষ্টা চলছে। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

রূপকল্প (Vision) :

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার' হিসেবে রূপায়িত করে তথ্য প্রবাহের আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives) :

লক্ষ্য ঃ

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ভিশন-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নের প্রত্যয়কে এগিয়ে নেয়াই এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য ঃ

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন,খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
- দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধী মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্টিকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুর্নবাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্য-চিত্র তৈরী ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মাঠ পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদেরকে সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন;
- কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য মেলার শুভ উদ্বোধন করেন

- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার ।

সাংগঠনিক কাঠামো :

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন যুগ্ম-সচিব দপ্তর প্রধান হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন । এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় (১) প্রশাসন ও প্রকাশনা (২) তথ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (৩) গণমাধ্যম-এ ৩টি শাখা নিয়ে গঠিত । ৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ প্রধান কার্যালয়ের মোট লোকবল ৩৭ । এ ছাড়া প্রধান কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও কুমিল্লা এ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে জনবল সংখ্যা ১১ ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. পোস্টার মুদ্রণ :

ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল পশু চেনার উপায়, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০১৮, বিশ্ব জলাতংক দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর/১৮, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক জনসচেতনতা সপ্তাহ-২০১৮, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস ইত্যাদি বিষয়ে পোস্টার মুদ্রণ করে সকল জেলা উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে।

বিশ্ব জলাতংক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত র‍্যালী

২. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ :

কোরবানির পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গরু হৃষ্ট পুষ্টকরণ, বিশ্ব জলাতংক দিবস, মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিসম্পদের অবদান, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে।

কোরবানির হাটে লিফলেট বিতরণ

৩. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ :

বিভিন্ন ধরণের ফোল্ডার যেমন-তড়কা (Anthrax) রোগ প্রতিরোধে করণীয়, কবুতর পালন, কালিবাউস মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, চিতল মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, মহাশোল মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ ব্যবস্থাপনা, গাভি পালন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গরু হৃষ্ট পুষ্টকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ফোল্ডার মুদ্রণ করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে ।

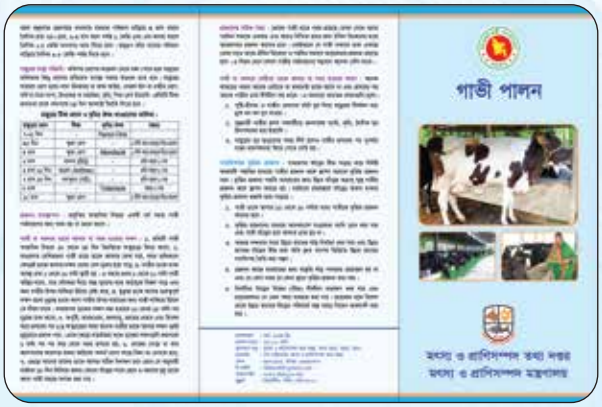

৪. নিয়োগ :

১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (যা বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে পরিচিত) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৭টি পদ নিয়ে "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর" সৃষ্টি হয় । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরটি সাবেক কৃষি তথ্য সংস্থা থেকে আলাদা হবার পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ দপ্তরের কোন নিয়োগবিধি ছিল না, অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে পদ শূন্য হলেও নিয়োগবিধির অভাবে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি । অবশেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ৮১টি পদ সমন্বয়ে এ দপ্তরের নিয়োগবিধি অনুমোদিত হয়, নিয়োগবিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে ১৯ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয় । বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণির ১৭টি পদে আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টশন কোর্সে সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান দপ্তর প্রধান

তথ্য দপ্তরের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ (পেছনে দাঁড়ানো)

৫. টক-শো :

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতংক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা দিবস, মা ইলিশ সংরক্ষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টক শো' প্রচার করা হয়।

টক-শো

৬. ডকু ড্রামা/ প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য, "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আমাদের অগ্রগতির সোপান, "সাফল্যের শীর্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়" বিষয়ে ডকুড্রামা নির্মাণ পূর্বক বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

৭. টিভি ফিলার/ জিঙ্গেল নির্মাণ :

টিভি ফিলার ও জিঙ্গেল প্রস্তুত করে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে "কোন জাল ফেলবোনা-জাটকা ইলিশ ধরবোনা", 'কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল গবাদিপশু ক্রয় করুন', 'নিরাপদ মাংস উৎপাদনের সহজ উপায়', 'অর্থ পুষ্টি দুইই আসে দেশী প্রজাতির মাছ চাষে', 'ইলিশ বাংলাদেশের মাছ', 'স্বাদের মাংস ভেড়ার মাংস' উল্লেখযোগ্য।

৮. বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ :

প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে।

৯. ভিডিও ক্লিপ নির্মাণ :

"মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কার্যাবলী", "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্জন" উল্লেখযোগ্য।

১০. টিভিসি নির্মাণ :

'মাছ নিরাপদ আমিষ', 'মহিষের মাংসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি' ইত্যাদি বিষয়ে টিভিসি নির্মাণ পূর্বক বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

১১. বিজ্ঞপ্তি প্রচার :

"সামদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষে দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রতিষ্ঠান-মেরিন ফিসারিজ একাডেমী", জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ/২০১৯, জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা দিবস ২০১৮, সঠিকভাবে কোরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, ক্ষুরা রোগ প্রতিরোধে করণীয়, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম এসময় ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন ইত্যাদি উপলক্ষে জনসচেতনামূলক বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ ঃ

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০৫	৬০,৪৫,১৫০/-	০৫	০২	০৩	২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ই-ফাইলিং এবং ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেট ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে এ দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও অধীনস্থ আঞ্চলিক অফিস সমূহকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ দপ্তরের Website (www.flid.gov.bd) মানোন্নয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক অফিসসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অফিস কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অত্র দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা ঃ

অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কোনো অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নেই।

উপসংহার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার এবং বেকার জনগোষ্ঠিকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখী পালনে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে গৃহীত নানামূখী পদক্ষেপের ফলে বেকারত্ব হ্রাসসহ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে।